NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ‘এ কোন সকাল রাতের চেয়ে অন্ধকার’

মালদার ফার্মাসিস্ট ছাত্রের মৃত্যু, খুনের অভিযোগ ৬

কলকাতা ১৮ অগস্ট ২০২৪ ১ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.8.2024, Vol.18, Issue No. 69 8 Pages, Price 3.00

চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে দেশজুড়ে সমস্যায় রোগীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার থেকে দেশব্যাপী ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। জরুরি পরিষেবা চালু থাকলেও, বহির্বিভাগ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছে তারা। পূর্বনির্ধারিত কোনও অস্ত্রোপচারও হবে না। একাধিক রাজ্যে তার প্রভাব পড়তে শুরু করে শনিবার সকাল থেকেই। দিল্লি, গুজরাত, তামিলনাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন চিকিৎসকেরা। দেশের নানা প্রান্তের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে আউটডোর পরিষেবা। উত্তর থেকে দক্ষিণ সব জায়গাতেই চিত্রটা এক। দুর্ভোগের মুখে পড়েছে রোগী ও তাঁদের পরিবার। প্রান্তিক এলাকা থেকে এসে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা।

জাতীয় স্তরের পাশাপাশি, রাজ্যের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, আসানসোল, হুগলির চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল ও নির্যাতিতা তরুণীর চিকিৎসকের প্রাক্তন কলেজ কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতাল-সহ একাধিক হাসপাতালে শনিবার সকাল থেকেই চলে কর্মবিরতি। বন্ধ রয়েছে অধিকাংশ হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা। তবে অনেক জায়গায় জরুরি বিভাগ চালু ছিল এদিন। উল্লেখ্য, শনিবার সকাল ৬টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। মোট পাঁচ দফা দাবি তোলা হয়েছে। প্রথম দাবি, ১৮৯৭ সালের মহামারি আইনে যে সংশোধনীগুলি ২০২৩ সালে আনা হয়েছিল, সেগুলিকে হাসপাতাল সুরক্ষা বিল, ২০১৯-এর সঙ্গে যুক্ত করে একটি মজবুত আইন প্রণয়ন করতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, বিমানবন্দরগুলির সমতুল্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে হাসপাতালগুলিতে। তৃতীয় দাবি, চিকিৎসকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থলের বন্দোবস্ত করতে হবে। চতুর্থ দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং ভাঙচুরের ঘটনাতেও অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চম দাবি, শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাটনা এইমসের চিকিৎসকেরা আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গণস্বাক্ষর গ্রহণ করেন। সকাল থেকেই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলে পাটনা এইমসের সামনে। একই ছবি ধরা পড়ে দিল্লি এইমসেও। দিল্লির তেগ বাহাদুর হাসপাতালে সকাল থেকে বন্ধ ছিল বহির্বিভাগের পরিষেবা। গুজরাতের রাজকোট সিভিল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকেরা অবস্থান করেন। মিশ্র প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে মুম্বইয়ের একাধিক হাসপাতালেও। মুম্বইয়ের সিয়ন হাসপাতালে এক রোগীর পরিজন সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তারদের সংখ্যা কম থাকলেও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান ওই ব্যক্তি। প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন আমদাবাদের চিকিৎসকদের একাংশও। আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে পোস্টার-ব্যানার হাতে রাস্তায় নেমেছেন তাঁরা। চেন্নাইয়ে রাজীব গান্ধি হাসপাতাল ও মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের রেসিডেন্ট চিকিৎসকেরাও প্রতিবাদ অবস্থান শুরু করেছেন শনিবার সকাল থেকে। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পাশাপাশি ১৪ অগস্ট গভীর রাতে আরজি করে যে দুষ্কৃতী তাণ্ডব চলেছে, তারও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। আইএমএ-র তরফে দাবি করা হয়েছে, ঝাড়খণ্ডের সিংহভাগ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন। অসমের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও ধর্নায় বসেন চিকিৎসকেরা। সেকেন্দরাবাদের এক মহিলা দন্ত চিকিৎসক ইতিমধ্যেই আরজি করের ঘটনায় চিঠি লিখেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে। মনিকা সিং নামে ওই দন্ত চিকিৎসকের আইনজীবী জানিয়েছেন, আরজি করের ঘটনাস্থল সুরক্ষিত রাখতে এবং চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েনের আর্জি নিয়ে ওই চিঠি লিখেছেন তিনি।

তুঙ্গে তৎপরতা। আরজি কর থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা। ছবি: অদিতি সাহা

সরেজমিনে ঘুরে রিপোর্ট দিল জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিল জাতীয় মহিলা কমিশন। সেই রিপোর্টে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কমিশনের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এসেছে নিরাপত্তা, পরিকাঠামোগত এবং তদন্তে ত্রুটি সংক্রান্ত গাফিলতির কথা। মহিলা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কলকাতা পুলিশের উচিত ঘটনাস্থল নিরাপদ করা। আরজি করের জরুরি বিভাগের চারতলায়, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে সেই সেমিনার হলের পাশের একটি ঘরে সংস্কার কাজের ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল। অনেকেই দাবি করেন, প্রমাণ লোপাট করতেই সংস্কারের নামে সেমিনার রুমের পাশের ঘর ভেঙেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু তা-ই নয়, পুলিশের মদতেই হয়েছে বলেও অভিযোগ। তাই ঘটনাস্থল নিরাপদ করার কথা বলা হয়েছে মহিলা কমিশনের রিপোর্টে। তবে বর্তমানে এই ঘটনার তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাত থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে গিয়েছে। পুলিশ দাবি করেছে, তদন্তে সবরকম সাহায্য করা হবে সিবিআইকে। এ ছাড়াও কমিশন রিপোর্টে দাবি করেছে, ঘটনার সময় কোনও নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত ছিলেন না। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং চিকিৎসাকর্মীদের জন্য রাতের শিফটের নিরাপত্তার ব্যবস্থার অভাব ছিল। পাশাপাশি, হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। শৌচাগারে রক্ষণাবেক্ষণের খামতি, অপর্যাপ্ত আলো, নিরাপত্তার অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কমিশনের রিপোর্টে। উল্লেখ্য, গত সোমবার আরজি কর-কাণ্ডে তদন্তের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের দুই প্রতিনিধি। লালবাজারে যান তাঁরা। পাশাপাশি, মৃতা চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গেও কথা বলেন কমিশনের দুই প্রতিনিধি। এমনকি, আরজি করে যান, কথা বলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ঘুরে দেখেন ঘটনাস্থল। কথা বলেন মৃতার সহকর্মীদের সঙ্গেও। তার পরই এই রিপোর্ট প্রকাশ করল মহিলা কমিশন।

নারী-নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ নবান্নের

মহিলাদের সুরক্ষায় ‘রাত্তিরের সাথী’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে এবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্র-সহ সার্বিকভাবে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষায় একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সামগ্রিকভাবে নারী নিরাপত্তার এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ‘রাত্তিরের সাথী’। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরাহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে এই কর্মসূচির খুঁটিনাটি স্থির করা হয়। যেখানে কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তায় বিশেষ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করার পাশাপাশি তাদের কাজের সময়ও সুনির্দিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হওয়া তরুণী চিকিৎসক একটানা ৩৬ ঘণ্টা ডিউটি করেছিলেন বলে অভিযোগ। আর এই নিয়েই অনেকে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এখন থেকে রাজ্যের কোনও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক-মহিলা নার্স ও মহিলা কর্মীদের ১২ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করানো যাবে না। সম্ভব হলে মহিলাদের নাইট ডিউটি বা রাত্রিকালীন দায়িত্ব না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈঠক শেষে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, ‘আরজি কর কাণ্ডের পরে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও একই পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।’

কী-কী রয়েছে ‘রাত্তিরের সাথী’ কর্মসূচিতে

১) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, বিভিন্ন হস্টেল-সহ বিভিন্ন জায়গায় মহিলা কর্মজীবীদের জন্য আলাদা শৌচালয় ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) মহিলা কর্মজীবীদের নিরাপত্তার জন্য রাতে কর্মস্থলে রাখা হবে ‘রাত্তিরের সাথী’ নামে বিশেষ মহিলা স্বেচ্ছাসেবক।

৩) প্রতিটি কর্মস্থল সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা ধরে চলবে বিশেষ নজরদারি।

৪) মহিলা কর্মজীবীদের জন্য চালু করা হচ্ছে বিশেষ সঙ্কেতযুক্ত বিশেষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (মোবাইল অ্যাপ)। প্রতিটি মহিলা কর্মজীবীর ফোনে ওই মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে স্থানীয় থানার যোগাযোগ থাকবে। অর্থাৎ কোনও মহিলা কর্মজীবী বিপদে পড়লে ওই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেই সরাসরি থানায় বিশেষ বার্তা পাঠাতে পারবেন।

৫) মহিলা কর্মজীবীদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু হচ্ছে। আপাতত ১০০ ও ১০২ নম্বরে সাহায্য চেয়ে ফোন করতে পারবেন।

৬) জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ঢোকা প্রত্যেকেরই শ্বাস পরীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ কেউ মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন কিনা, তা দেখা হবে।

৭) মহিলা কর্মজীবীদের যৌন নির্যাতন রুখতে প্রতিটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ-সহ বিভিন্ন অফিসে বিশাখা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৮) হাসপাতাল-মেডিক্যাল কলেজ-সহ বিভিন্ন অফিসে মহিলাদের নৈশকালীন ডিউটি বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে মহিলা কর্মজীবীর সঙ্গে তাঁর পরিচিত কিংবা কোনও মহিলা সঙ্গিনীকে ডিউটি দেওয়া হয় তার উপরে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্প কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল, ক) প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মহিলা হস্টেলে রাতভর চলবে বিশেষ পুলিশ পেট্রলিং। খ) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এখন থেকে চিকিৎসক-সহ প্রতিটি কর্মীকে গলায় ঝোলাতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র। গ) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা আধিকারিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁরাই পুরো নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। ঘ) কোনও মহিলা চিকিৎসক কিংবা কর্মীকে একটানা ১২ ঘণ্টার বেশি ডিউটি দেওয়া যাবে না। ঙ) সম্ভব হলে মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে বাদ দেওয়া হবে।

৪২ জন সরকারি চিকিৎসকের বদলির নির্দেশ, পরে প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের আবহে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের বহু চিকিৎসকের বদলির নির্দেশ জারি করেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার। ওই নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ার পরে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ওই নির্দেশিকা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, ওই চিকিৎসকরা বর্তমানে যেখানে কর্মরত আছেন সেখানেই কাজ করবেন। যদিও তাঁর দাবি এটি একেবারেই রুটিন বদলি। এর সঙ্গে চিকিৎসক আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই। গত ৯ অগস্ট থেকে এই প্রক্রিয়া চলছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার স্বাস্থ্য দপ্তর কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে মোট ৪২ জন চিকিৎসকের বদলির নির্দেশিকা জারি করে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক ও ডাক্তারি ছাত্রদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করায় তাদের ক্ষেত্রে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই বদলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

রাজ্য সরকারের তরফে একে রুটিন বদলি বলে দাবি করা হলেও বিভিন্ন সংগঠন এই নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ নিয়ে নতুন করে আন্দোলনের সম্ভাবনাও দানা বাঁধতে শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে মাঠে নামে বিজেপিও। এ সম্পর্কে জানতে পেরে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন বলে খবর প্রশাসন সূত্রে। তারপর সন্ধ্যায় ওই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করার কথা জানানো হয়।

আরজি কর-কাণ্ডের আবহে বাতিল করা হল আজকের ডার্বি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বির রণাঙ্গনে আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার জন্য সুবিচারের আর্জি জানানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থকরা। সে পরিকল্পনা ভেস্তে গেল মাঝপথেই। আপাপতত বাতিল রবিবারের ডুরান্ড কাপ ডার্বি। কারণ, একটাই, এই ডার্বি ঘিরে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার সিঁদুরে মেঘ দেখছে কলকাতা পুলিশ এবং বিধাননগর কমিশনারেট। আর এই আশঙ্কা থেকেই রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে ডুরান্ড কাপের আয়োজক কমিটির মধ্যে চলে দফায় দফায় বৈঠক। এই বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রবিবার হচ্ছে না ডুরান্ড কাপের নির্ধারিত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, বড় ম্যাচের সমস্ত টিকিট আগেই বিক্রি হয়েছিল। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শুক্রবার থেকেই ডার্বি ম্যাচ বাতিল নিয়ে আলোচনা চলছিল।

আরজি কর ঘটনার ঢেউ যে আছড়ে পড়তে পারে গ্যালারিতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে সোশ্যাল মাধ্যমে। গত এক সপ্তাহ ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমর্থকরা প্রচার করছিলেন, ডার্বির দিন তাঁরা আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একজোট হবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ডুরান্ড ডার্বি নিয়ে কয়েকটি পোস্ট। যেখানে বলা হয়েছে, ১৮ তারিখ দুই গ্যালারি যেন এক হয়। দুই দলের সমর্থকরা চাইছেন, আরজি কর ঘটনায় নির্যাতিতা বিচার পাক। ময়দানের লড়াই থাকুক সেখানেই। কিন্তু গ্যালারি মিলে যাক এই ভাবে। আর এই প্রতিবাদের চাপও নিতে পারছে না প্রশাসন। যে কারণে ডুরান্ড ডার্বি বাতিল করে দেওয়া হল। সূত্রের খবর, সেক্ষেত্রে দুই প্রধানকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে যে সমর্থকরা টিকিট কেটেছিলেন, তাঁদের টাকা রিফান্ড করা হবে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

ডার্বির ঠিক আগের দিন ম্যাচ বাতিল হওয়ার সিদ্ধান্তে দুই দলের সমর্থক যতটা না হতাশ ডার্বি ঘিরে, তার থেকেও বেশি হতাশা হয়তো ঝরে পড়ছে আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ জানানোর মঞ্চ হাতছাড়া হওয়ায়।

আরজি কর কাণ্ডে মমতার পাশে অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: রাহুল গান্ধি বিরোধিতা করেছেন। ‘স্থানীয় প্রশাসন’কে কাঠগড়ায় তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। কংগ্রেসের রাজ্য নেতারাও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন।

তবে আব জি কর কাণ্ডে ইন্ডিয়া জোটের আরেক সঙ্গীকে পাশে পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

শুক্রবার আরজি কর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অখিলেশ বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একজন মহিলা। তিনি খুব ভালো করে বোঝেন আর একজন মহিলার যন্ত্রণা। তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকারই চেয়েছে সিবিআই বা অন্য কোনও এজেন্সি এই বিষয়টির তদন্ত করুক। কিন্তু একই সঙ্গে বলতে হবে, বিজেপির এই নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।’

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তিলোত্তমায় অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমা খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে এবার অভিনব প্রতিবাদ। খালি গায়ে বিচারের দাবিতে রাজপথে চলল মিছিল। সামিল হলেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের উদাসীনতা নিয়ে বারেবারে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এবার পথে নামল মধ্য কলকাতা কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে চলল ধিক্কার মিছিল। সামিল হলেন প্রচুর কংগ্রেস সমর্থক। ক্ষোভ উগরে দিলেন বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস বলছে, উলঙ্গ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এ তাঁদের উলঙ্গ প্রতিবাদ। মিছিলের সামনে যে ব্যানার দেখা গেল তাতেও লেখা এমনটাই। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর কাণ্ডের তদন্তভার বর্তমানে কলকাতা পুলিশের হাত থেকে চলে গিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। জোরকদমে চলছে তদন্ত। এরইমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। আন্দোলনের আঁচ রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এবার মাঠে কংগ্রেস। একেবারে অভিনব কায়দায়।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই “পুজোর লেখা” কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

ঘোষণা

আমি **ভারতী মন্ডল বিশ্বাস**, স্বামী নিক্সন মন্ডল, পিতা কালীপদ বিশ্বাস, সাকিন : আমবেদকার সরণি, আদর্শ পল্লি, পো: আক্রামপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩, পব, মাননীয় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস, বারাসত কোর্টে ১৬.০৮.২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল দ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি ০৫.০৯.১৯৯৭ তারিখে হিন্দু নিয়ম মতে নিক্সন মন্ডলের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, বিবাহের পূর্বে আমি **ভারতী বিশ্বাস**, পিতা কালীপদ বিশ্বাস নামে পরিচিত ছিলাম, বিবাহের পর আমি **ভারতী মন্ডল বিশ্বাস** হই, কিন্তু আমার আধার কার্ডে ভারতী মন্ডল পিতা কালীপদ বিশ্বাস নামে উল্লেখ থাকে-**ভারতী মন্ডল বিশ্বাস** এবং **ভারতী মন্ডল** এবং **ভারতী বিশ্বাস** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Turabuddin Ahmed, পিতা আব্দুল লতিফ সেখ, সাং-জানকীনগর, পোঃ পলাশী সুগারমিল, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120000000070 আমার নাম Md. Turabuddin Ahemed ও জন্ম তারিখ ১৯.০১.১৯৬৮ এর স্থলে ২৫.০৪.১৯৭৪ হইয়াছে। ২৫.০৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Turabuddin Ahmed ও Md. Turabuddin Ahemed একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipore
Succession Certificate
Case No. 16 / 2024
Smt. Anindita Shaw & others
...Petitioners

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা অনিন্দিতা সাউ, স্বামী-ঁসমীর সাউ, শ্রী সৈকত সাউ ও মিস সৌমিলি সাউ, উভয়ের পিতা- ঁসমীর সাউ, সর্ব সাং-মির্জাবাজার, ডোমপাড়া, পোঃ ও থানা মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী তাহাদের মৃত স্বামী ও পিতা ঁসমীর সাউ এর নামিত Central Bank of India Midnapore Branch থাকা নিম্নলিখিত Schedule of Debts সম্বন্ধে Distctrict Delegate, Paschim Medinipur আদালতে Succession Certificate এর নিমিত্তে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং 05.09.24 তারিখে সকাল ১০:০০ টায় আপনি স্বয়ং বা কোন উকিলবাবু মারফৎ উক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Schedule of Debts

1. Name of the Bank: - Central Bank of India, Branch Name: - Midnapore, A/C, Holder's Name: Mr. Samir Shaw, Type of Account: -Savings, A/C No.- 1822623275, Amount Lying: 10,326/- (Ten Thousand Three Hundred Twenty Six Rupees Only) as on 03.06.2024.
2. Name of the Bank: Central Bank of India, Branch Name: - Midnapore, A/C, Holder's Name: - Mr. Samir Shaw, Type of Account: -PPF, A/C No.- 3722213565, Amount Lying: 3,709 /- (Three Thousand Seven Hundred Nine Rupees Only) as on 03.06.2024.
3. Name of the Bank: Central Bank of India, Branch Name: Midnapore, A/C, Holder's Name: Mr. Samir Shaw, Type of Account: RD, A/C No.- 5394380053, Amount Lying: - 60,000/- (Sixty Thousand Rupees Only) as on 03.06.2024.

অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার
ডিস্টিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২.০৭.২৪

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট জজ্ আদালত, মোকাম, চুঁচুড়া
মিস কেস নং- ১২/২০২২
এ্যারাইজিং আউট অফ ম্যাটরিমনিয়াল সুট-১৫৯/২০২০
শ্রীমতী জয়শ্রী মালিক
বনাম
লক্ষীকান্ত মালিক

দরখাস্তকারিনী **শ্রীমতী জয়শ্রী মালিক** পিতা-কল্যান দত্ত, স্বামী লক্ষীকান্ত মালিক, সাকিম-বিষ্ণুপুর, পোঃ অফিস ও থানা- আরামবাগ জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৬০১। বর্তমান সাং-গ্রাম ও পোঃ -সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন – ৭১২১০২ ।

এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী একটি মামলা করেন দরখাস্তকারিনীর স্বামী অর্থাৎ **লক্ষীকান্ত মালিক** (পিতা- স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ মালিক) ঠিকানা- গ্রাম কালিপুর, পোঃ অফিস- আরামবাগ, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলীর বাসিন্দার নামে জেলা-হুগলীর জজ আদালতে মামলা করিয়াছেন কিন্তু উপরোক্ত রেসপনডেন্ট এর ঠিকানায় সমন পাঠানো হইলে প্রথমে রিফিউজ (আনক্লেম) এবং পরবর্ত্তীতে ফেরত আসে একটি মন্তব্যের সহিত যে 'পূর্বে থাকত বর্তমানে থাকে না' এবং এই কারন বশতঃ দরখাস্তকারিনী একটি অর্ডার ৫ রুল ২০ দরখাস্ত করিয়াছে এবং অদ্য দরখাস্তটি মহামান্য আদালত গত ২৫/০৭/২০২৪ তারিখে মঞ্জুর হয়। সুতরাং একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় তবে অপর পক্ষ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিল্লিখিত আদালতে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানী হইবে ।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
শুভঙ্কর পাল (উকিল বাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সাক্ষর- **শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)**
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই আগস্ট। ২ রা ভাদ্র। রবি বার, চতুর্দশী তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী গুরু র দশা, বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অলোক রাজোরিয়া, আর টাউন সভাপতি থানার ওসি, কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাংসদ পার্থ ভৌমিক তাঁর ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে গুন্ডারাজ খমতের দাবি করছেন বারংবার। অথচ দেখা যাচ্ছে শিল্পাঞ্চলের বুকে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেই চলছে। সম্প্রতি ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শুয়োর মারিতে শাসকদলের কাজিয়ার জেরে গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকদিন আগে জনবহুল মানিকপীর বাজারে এক যুবকের পেটে চাকু মারার অভিযোগ উঠেছে আরেক যুবকের বিরুদ্ধে। জগদ্দলের আটচালা বাগান রোডে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। যদিও বেশ কয়েকদিন রাজ্যের বাইরে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ।

শনিবার জগদ্দলে ফিরে এসে তাঁর অফিস মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং কটাক্ষের সুরে বলেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অলোক রাজোরিয়া, আর টাউন সভাপতি থানার ওসি। স্বভাবতই এখানে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে।

তাঁর অভিযোগ, দেদার মাদক বিক্রি হচ্ছে। শুয়োর মারিতে নতুন করে তিনটি মদের ঠেক গজিয়ে উঠেছে। কাঁকিনাড়া, জগদ্দল জুড়ে জুয়া ও সাট্টার রমরমা কারবার চলছে। অসামাজিক কার্যকলাপ রুখ তে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ব্যারাকপুর সিটি পুলিশ। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এদিন তিনি মুখ খোলেন। তাঁর অভিযোগ, ওখানে নেক্সাস চালাতেন কলেজের অধ্যক্ষ। ওখ ানে পর্ন ভিডিও তৈরির কারবারও চলতো। তাঁর কটাক্ষ, আগে কেউ ধর্ষিতা হলে দু'লক্ষ টাকা পেতেন। এখন সেটা বেড়ে দশ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এই তো বাংলার অবস্থা। বাংলার মানুষকে বিশেষত মহিলাদের জাগরিত হওয়ার বার্তা দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ।

তাঁর দাবি, বাংলায় সরকার বলে কিছু আছে কিনা, তা খুঁজতে হবে। প্রসঙ্গত, গত ১৫ অগস্ট জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তার বাগান এলাকায় পেশায় মার্বেল মিস্ত্রি ৩৯ বছরের রঘুনাথ রাজভরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় দুষ্কৃতী আকাশ সাউ, ধনী সাউয়ের বিরুদ্ধে। সঙ্কটজনক অবস্থায় রঘুনাথ কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আক্রান্তের ভাই সুরজ রাজভর জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু ঘটনায় অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়েনি। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার বেলায় আক্রান্তের ছবি-সহ নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পোস্টে তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে গুপ্তার বাগান এলাকায় মদ, জুয়া, সাট্টার রমরমা কারবার চলছে। অথচ ব্যারাকপুর সিটি পুলিশ নির্বিকার। গুপ্তার বাগানের ঘটনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ওখানকার কাউন্সিলর, বিধায়ক কিংবা সাংসদ এক হাজার টাকার বিনিময়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে জিতেছে। ওনারা তো মানুষের ভোটে জেতেননি।

তাঁর দাবি, বাংলায় ৩৪ বছর বাদে বামেদের অত্যাচার শেষ হয়েছে। তৃণমূলের অত্যাচারও একদিন এই বাংলার বুক থেকে শেষ হয়ে যাবে। বামেদের নিশানা করে তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ভোট কাটায় ১৪টি আসনে বিজেপিকে হারতে হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে সিপিএম সুকৌশলে তৃণমূলকে সাহায্য করেছে।

যাত্রীস্বার্থে বাড়তে পারে রাতে মেট্রোর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার, ১৪ অগস্ট 'রিক্লেম দ্য নাইট'-এর রাতে কলকাতা মেট্রোর কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাত ১০টা এবং ১০টা ২০-তেও আপ ও ডাউন লাইনে একজোড়া ট্রেন চালানোর।

মেট্রোর সেই উদ্যোগ প্রশংসা পেয়েছিল সবার। তাতে উৎসাহও বেড়েছে নিত্যযাত্রীদের। তাঁদের দাবি, 'রাতের শেষ ট্রেন যেমন ১০টা ৪০-এ চলছে তেমনই চলুক। কিন্তু ৯টা ৪০ এবং ১০টা ৪০-এর মাঝে আরও অন্তত দু'টো ট্রেন চালানো হোক।'

প্রসঙ্গত, ব্লু লাইনে রাত ৯টা ৪০-এর পর এক ঘণ্টার গ্যাপ। সেই ১০টা ৪০-এ দিনের শেষ মেট্রো ছাড়ে কবি সুভাষ ও দমদম থেকে। এরপরই কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে শুরু হয়েছে সার্ভে যে এক ঘণ্টার মধ্যে আরও ট্রেন চালানো সম্ভব কি না তা নিয়ে। কারণ, এই ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে আবেদন এসেছে যাত্রীদের তরফে।

এমনিতে রাত বাড়লেই দ্রুত কমতে থাকে শহরে পথে বাসের সংখ্যা। ১০টা পর কোনও কোনও রুটে বাস পাওয়াই যায় না। এমন পরিস্থিতিতে মহানগরের 'লাইফ লাইন' মেট্রো পরিত্রাতা হতেই পারত, যদি পরিষেবা চালু থাকত। নিত্যযাত্রীদের বহুদিনের আবেদন এবং কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হওয়ার পর কলকাতা মেট্রোর ব্লু-লাইনে রাত ১১টায় কবি সুভাষ ও দমদম থেকে আপ এবং ডাউন লাইনে একজোড়া বিশেষ ট্রেন চালানো শুরু হয়েছিল।

কিন্তু এক মাস পর 'যথেষ্ট-সংখ্য ক যাত্রীর অভাবে' সেই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সেই সময়েই যাত্রীদের বড় অংশ বলতে শুরু করেছিলেন, '৯টা ৪০-এর পর ১১টা-দীর্ঘ ব্যবধানের জন্যেই কেউ আর মেট্রোর অপেক্ষায় থাকেন না। মাঝে ট্রেন থাকলে যাত্রীরা আসবেন।' ১১টার বদলে মেট্রোর কর্তারা শেষ ট্রেনের সময় ১০টা ৪০ করে দেন। কিন্তু মাঝে এক ঘণ্টা মেট্রো থাকে না।

এবার সেই ব্যবস্থার বদল আনা সম্ভব কি না সেই প্রসঙ্গে মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, '৯টা ৪০-এর পর এবং শেষ ট্রেনের আগে আদৌ ট্রেন দেওয়া যায় কিনা, গেলে কতগুলো এবং কোন কোন সময়ে সে বিষয়ে আমরা একটা সার্ভে চালাচ্ছি। যদি উপযুক্ত মনে হয় তা হলে যাত্রীদের কথা ভেবে অবশ্যই ভালো কিছু করা হবে।'

ন্যায় বিচারের আশায় মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ আরজি কর হাসপাতালের ছাত্র-ছাত্রীদের।

চির সবুজের ডাকে কয়েকশো চারাগাছ বিতরণ নামখানা ব্লকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মতো ঘটনায় শোকজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অসুর শক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে নামখানা ব্লকের উত্তর শিবপুর আলাপন ক্লাবে ৭৮ তম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে কয়েকশো সাধারণ মানুষকে চির সবুজের ডাকে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। এদিন ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে প্রায় কয়েকশো ছাত্রছাত্রী এই দুটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অবাক করার বিষয় ছিল এই বছর ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগে প্রায় ২৬৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রতিযোগির হাতে উপহার তুলে দেন।

কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় কবি এবং শিক্ষক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আরো উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত করে তুলেছিল এই প্রতিযোগিতাটিকে। নামখানা ব্লকের দুঃস্থ এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিল্পা স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে 'অর্পিতা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। বিশিষ্টদের সংবর্ধনার পাশাপাশি কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্মান জানানো হয়। তমাল কান্তি দাস, পবিত্র মাইতি, অদ্রিজ দোলই, দীপ্তি নায়েক, প্রীতম মল্লিক, অনিন্দিতা মাইতি-র মতো মেধাবী উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনের পড়াশোনার কর্মপন্থা এবং প্রান্তিক এলাকার পরিবার থেকে উঠে আসার জীবন সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে। আলাপন ক্লাবের বর্তমান সভাপতি শিক্ষক অরিন্দম মান্না ও সম্পাদক শিল্পী পলাশ দাস আন্তরিকতার সহিত এলাকার সাধারণ মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন উত্তর শিবপুর দশমাইল বাজার ব্যবসায়ী সমিতিকে।

কলকাতা পুরসভা থেকে খুলে ফেলা হল ডাঃ শান্তনু সেনের নামফলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কলকাতা পুরসভায় তাঁর নিজস্ব চেম্বার থেকে খুলে ফেলা হল নামফলক! তবে কি গোড়া থেকে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় প্রতিবাদের সুর চড়ানোয় তাঁকে 'কোপে' পড়তে হল? এই প্রশ্ন উঠছে। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হিসেবে এতদিন নিজস্ব চেম্বার ছিল শান্তনু সেনের। কিন্তু শনিবার সকালে দেখা গেল, সেই চেম্বারের দরজা থেকে তাঁর নামফলক খুলে ফেলা হয়েছে! বিষয়টি নিয়ে এদিন 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, হেলথ অ্যাডভাইজার বলে কলকাতা পুরসভায় কোনও পদ নেই। একজনই হেলথ অ্যাডভাইজার আছেন। তিনি ডাঃ টি কে মুখোপাধ্যায়।

অর্থাৎ শান্তনু সেনের পদের কথা এড়িয়ে গেলেন মেয়র। একাংশের মত, আরজি কাণ্ড নিয়ে গোড়া থেকে প্রতিবাদ, মেডিক্যাল কলেজের পড়াশোনার পরিকাঠামো, পড়ুয়াদের পড়াশোনার মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। উঠছে নানা প্রশ্ন।

আরজি করের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফ থেকে আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হল। সংগঠনের তরফ থেকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জানানো হয়, এই ঘটনা মোটেই কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সারা ভারতে নানা জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে। একইসঙ্গে সংগঠনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘট না আর না ঘটে। পাশাপাশি সংগঠনের তরফ থেকে মহিলা ব্যাংক কর্মচারী যাঁরা প্রত্যন্ত এলাকায় থেকে ব্যাংকের কাজকর্ম পরিচালনা করেন তাঁদের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

পাশাপাশি সংগঠনের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অধিক রাতে কোনও বৈঠকে বা মিটিংয়ে যেন কোনও মহিলা কর্মীকে না ডাকা হয়। দ্বিতীয়ত, মহিলা কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট ডিউটি সময় স্থির করা এবং প্রত্যেকটি ব্যাংকে মহিলা কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা নিশ্চিত করা।

শাকসবজির জোগান স্বাভাবিক রাখা এবং কালোবাজারি বন্ধ করতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন উৎসবের মরশুমে ফের যাতে শাক সবজির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে না যায় রাজ্য সরকার সেদিকে কড়া নজর রাখছে। এজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা হবে বলে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। বাজারে শাকসবজির জোগান স্বাভাবিক রাখ া এবং কালোবাজারি বন্ধ করা যার মধ্যে অন্যতম। রাতের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, অনাবৃষ্টির কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় সবজির দাম মাসখানেক আগে বেড়ে গিয়েছিল। এখন সেই দাম ৪০ শতাংশ কমেছে। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের সাধ্যের মধ্যে সবিজ কিনতে পারেন তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে আলুর দাম ৩০ থেকে ৩২ টাকার আশেপাশে দাঁড়িয়েছে। তা আরো কিছুটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সুফল বাংলার ৪৯৩টি স্থায়ী এবং ১২৫টি অস্থায়ী কাউন্টার রয়েছে। সেখানে ২৮ টাকা কেজি দরে জ্যোতি আলু বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া কম দামে মানুষকে আলু পৌঁছে দিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আলু বিক্রির পরিকল্পনাকেও কার্যকর করা হচ্ছে। উৎসবের মরশুমে বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিয়ে মধ্যস্বত্বভূমি ও কালোবাজারিরা যাতে সক্রিয় না হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

সামনে উৎসবের মরশুম। সেই দিকে তাকিয়ে খোলাবাজারে কেজি প্রতি আলুর দাম ৩০ টাকার নীচে নামাতে তৎপর রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। দপ্তরের দাবি, গত এক মাসে সবজির যে দাম ছিল, তার থেকে অনেকটাই এখন কমেছে। এবার লক্ষ্য, উৎসব মরশুমের আগেই সবজির দামকে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে আসা। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের দাবি, রাজ্যে যখন ৩০ টাকার আশপাশে আলুর দাম বেঁধে রাখা গিয়েছে, তখন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কেজি প্রতি আলুর দাম অনেকটাই বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৩৪ টাকা, অসমে ৩৮ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ৩৪ টাকা, মহারাষ্ট্রে ৪০ টাকা দরে আলু বিক্রি হচ্ছে।

সুফল বাংলার কাউন্টারে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা কেজি দরে। সেখানে খোলাবাজারে পেঁয়াজের দাম ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কোথাও কোথাও ৫৫ টাকাতেও বিকোচ্ছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম কমবে বলে দাবি কৃষি বিপণনমন্ত্রীর। বর্তমানে কাঁচা লঙ্কার দাম কিছুটা বেশি। দেখা যাচ্ছে, ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে কাঁচালঙ্কা। সুফল বাংলার স্টলে অবশ্য তা মিলছে ৯৫ টাকায়। কাঁচালঙ্কার দামও কমানোর উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ অগস্ট ২০২৪ ১ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার

ন্যায় বিচারের আশায়...

শনিবার এসএসকেএম হাসপাতালে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

আমাকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেনি, গুজব ছড়াবেন না: সন্দীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিবিআই দপ্তর থেকে মাঝে বাড়ি এসেছিলেন সন্দীপ ঘোষ। এরপর সকাল ১০টার কিছু আগেই বাড়ি থেকে ফের বেরিয়ে পড়েন সিজিও-র উদ্দেশ্যেই। শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই-এর দপ্তরে বেশ কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। শনিবার ফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এদিন তাঁর হাতে দেখা গেল একটি ফাইল। বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে গাড়িতে ওঠেন তিনি। গাড়িতে ওঠার আগে সংবাদমাধ্যমকে এগিয়ে যেতে দেখে সন্দীপ ঘোষ বলেন, 'আমি সিজিও-তেই যাচ্ছি। কোনও মিথ্যা তথ্য ছড়াবেন না।' একইসঙ্গে এও জানান, 'প্রথম কথা, আমাকে সিবিআই অ্যারেস্ট করেনি। দ্বিতীয় কথা, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে বিষয়টার তদন্ত চলছে, তাই আমি কিছু বলতে পারব না। আপনাদের কাছে শুধু অনুরোধ, প্লিজ

গুজব ছড়াবেন না।'

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, তার বয়ানে ছিল একাধিক অসংগতি। আরজি কর কাণ্ডে ঘরে ঘটনার দিন রাতে যারা ডিউটি করছিল ওয়ার্ডবয়, নার্স, নিরাপত্তারক্ষীদেরও ডেকে পাঠানো হয় সন্দীপ ঘোষের বয়ানের সঙ্গে তাদের বয়ান মিলিয়ে দেখার জন্য। এ জন্য রেজিস্ট্রার দেখে সিবিআই খুঁজে বের করাও হয় কারা ছিলেন হাসপাতালে। পাশাপাশি টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও আরজি করের ঘটনার আইও সুব্রত চট্টোপাধ্যায় তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর মধ্যরাতে হাসপাতালে কর্মীরা বেরিয়ে যায়। এর পাশাপাশি আরজি করে সিবিআইয়ের একটি দল বেশ কিছু নথি নিয়ে ভোর রাতে তারা সিবিআই দপ্তরে আসে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার মাঝপথ থেকে সন্দীপ ঘোষকে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে একাধিক প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। গত ৮ অগস্ট রাতে যখন তিলোত্তমার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তখন ওই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সন্দীপ ঘোষ। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার পর থেকেই, আন্দোলনকারী ও বিরোধীদের নিশানায় সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। যাঁকে আগেই ছুটিতে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এমনকী 'প্রভাবশালী'ও তকমা দেন প্রধান বিচারপতি। তাই ওই দিন রাত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

গোটা ডিপার্টমেন্ট জড়িত আছে, অভিযোগ মৃত চিকিৎসকের বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেয়ের মৃত্যুর পিছনে গোটা ডিপার্টমেন্ট জড়িত আছে। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই অভিযোগ করলেন আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা। তাঁর দাবি, ডিপার্টমেন্টের যদি গাফিলতি না থাকত, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। তাঁর আরও অভিযোগ, ঘটনার পর আট-নয়দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ ডিপার্টমেন্টের কেউ এখনও পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা করেনি কিংবা কথাও বলেনি। হাসপাতালের সেমিনার রুমে ঘটনা ঘটা নিয়েও এদিন সন্দিহান প্রকাশ করলেন মৃতার বাবা। তার কথায়, এখন তো মনে হচ্ছে ওখানে ঘটনা ঘটেনি। অন্য কোনও ঘরে মেয়েকে খুন করা হয়েছিল। হয়তো তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হচ্ছে। মৃতার বাবার আরও অভিযোগ, গোটা ঘটনার পিছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে। তবে সেই বড় চক্রটা কি, তা স্পষ্ট করে তিনি কিছুই জানাতে চাননি। ডিপার্টমেন্টের গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতার মা বলেন, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া সিভিক আসল দোষী হিসেবে মনে করছি না। কারণ, মেয়ে সেদিন সেমিনার রুমে ছিল। সেটা ভিতরের কেউ সিভিককে না জানালে, সে হয়তো জানত না। মৃতার মা আরও জানান, মেয়ে বলত আরজি করে যেতে আর ভালো লাগে না। যেটা শেখার দরকার ছিল, সেটা শেখা হয়ে গেছে। এখন শুধু যাই কাজ করে চলে আসি।

সন্দীপের নিরাপত্তার নজরদারিতে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দীপ ঘোষকে শুক্রবার দুপুরে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। পরে রাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শনিবার ফের তলব করা হয় তাঁকে। সকাল ১০ টায় বাড়ি থেকে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এদিনও তাঁকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে সূত্রের খবর। আর এদিনও সন্দীপ ঘোষের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দেখা গেল পুলিশ পিকেটিং। এদিকে এই সন্দীপ ঘোষ আইনজীবী মারফত গত শুক্রবার নিরাপত্তা চান হাইকোর্টে। অথচ তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় অদূরেই বসে রয়েছে পুলিশ। শুক্রবারের পর শনিবারও ছবিটা বদলায়নি একটুও। প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা বলেন বন্ধের জন্য বসে আছেন। কিন্তু শনিবার তো বন্ধ নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগে কখন এভাবে পুলিশি পাহারা দেখেননি তাঁরা।

> এদিনও সন্দীপ ঘোষের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দেখা গেল পুলিশ পিকেটিং। এদিকে এই সন্দীপ ঘোষ আইনজীবী মারফত গত শুক্রবার নিরাপত্তা চান হাইকোর্টে।

এদিন সন্দীপ ঘোষ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সের দিকে যাচ্ছেন, সেই সময় তাঁর গাড়ির পিছনেই দেখা যায় কলকাতা পুলিশের একটি গাড়ি। প্রশ্ন ওঠে, রাস্তাতেও কি নিরাপত্তা দিচ্ছে পুলিশ, কিন্তু কেন?

এদিকে আদালতে সন্দীপ ঘোষ বলেছিলেন, 'আমায় নিরাপত্তা দিন। সিবিআই অফিসে যাব।' প্রধান বিচারপতি অবশ্য নিরাপত্তার কোনও নির্দেশ দেননি। উল্টে সন্দীপকে বলেছিলেন, 'আপনি প্রভাবশালী লোক। রাজ্যকে আপনি বলুন, নিরাপত্তা দিয়ে দেবে।'

আন্দোলনে সামিল নার্সদের ওপর নজরদারি শুরু স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমার আন্দোলনে সামিল নার্সদের ভিডিও করে রাখার ফরমান জারি করে রেখেছে স্বাস্থ্য ভবন। তাতেই বেড়েছে বিতর্ক। অভিযোগ, আন্দোলনে সামিল হলে বদলির হুঁশিয়ারি দিচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্য ভবনের এই ফরমানের বিরুদ্ধে সরব আন্দোলরত নার্সরা। এক আন্দোলনকারী জানান, 'আমরা যখন এখানে আন্দোলন করছিলাম তখন স্বাস্থ্য ভবন থেকে লাইভ করা হয়েছিল। সেখান থেকে বলছে যাঁরা যাঁরা অন ডিউটি থাকাকালীন এখানে আন্দোলনে বসছে তাঁদের ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে। কিন্তু, আমাদের তো অন ডিউটি থাকাকালীন রেপের থ্রেটটা দেওয়া হয়েছিল। সেটা তো কাম্য ছিল না। তারপরেও থ্রেট কেন এল?' এরই পাশাপাশি আরও এক নার্স জানান, 'আমাদের আন্দোলন চলবে। ন্যায় বিচার আমরা চাই। আমাদের কোনও সেফটি নেই।' পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন আরও একজন। বললেন, 'আমাদের কী অন্যায়? কিসের জন্য আমাদের বদলির হুঁশিয়ারি দেবে? ভেবেছে হয়তো ট্রান্সফারের সুড়সুড়ি দিলেই আমরা নড়ে যাব। কিন্তু সেদিন প্রাণভয়ে ছিলাম তাও পেশেন্টদের

নিরাপত্তা দেখেছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ট্রান্সফারের ভয় পাই না।'

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতার মধ্যরাতে আরজি করে ঘটে গিয়েছিল বেনজির ঘটনা। হামলার মুখে পড়েছিল গোটা হাসপাতাল। হামলার মুখে পড়েছিলেন নার্সরা। বৃহস্পতিবার থেকে জোরদার আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন নার্সরাও। প্রশ্ন একটাই, তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কার? স্বাস্থ্য ভবন তার উত্তর দিতে না পারলেও বদলির কথা বলছে বলে অভিযোগ। কারা কারা আন্দোলনে ছিলেন সেই ভিডিও চেয়ে পাঠানো হচ্ছে। তাতেই ক্ষোভের আগুন বাড়ছে নার্সদের মধ্যে।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আজ পথে নামবে টলিউড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ ও দোষীদের ধরার দাবিতে রবিবার পথে নামবে টলিউড। শনিবার তৃণমূলপন্থী পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এবং পুরো চলচ্চিত্র পরিবার জানিয়েছেন, 'নির্যাতিতার বিচার চাই' ধ্বনি তুলে বাংলা বিনোদন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষ এদিন পথে নামবেন।

সিনে পরিবারের তরফ থেকে কর্মসূচির একটি বার্তা তৈরি হয়েছে, 'আরজি কর পরিবারের পাশে চলচ্চিত্র পরিবার। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও মিলিত হবেন সবাই। প্রতিটি সংবেদনশীল চলচ্চিত্র কর্মীবন্ধুদের আসতে অনুরোধ করছি।'

রাজনীতিবিদের পোশাক ছেড়ে প্রযোজক-পরিচালক রাজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, চলচ্চিত্র পরিবার এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। পাশাপাশি, অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা পাশে থাকছি সেই সব চিকিৎসকদের, যাঁরা বিক্ষোভ অবস্থান করছেন। তাঁদের এই আন্দোলন জোরালো করতে, তরুণী চিকিৎসককে ন্যায় বিচার দেওয়ার দাবিতে আমরা রবিবার পথে নামব।

পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, ইমন চক্রবর্তী, প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী, সাবর্ণি দাস, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, অদিতি রায়-সহ সিনে ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেকেই এই পোস্ট শেয়ার করেছেন।

৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ধোঁয়াশা কাটল না আরজি কর কাণ্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিবিআই-এর হাতে তদন্তের ভার স্থানান্তরিত হওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেলেও ধোঁয়াশা কাটেনি আরজি কর ঘটনার। আরজি কর কাণ্ডে একের পর এক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সেই তিমিরেই। আর এই পরিস্থিতিতে তবুও সিবিআইয়ের দিকেই যেন তাকিয়ে রয়েছেন এই জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তবে তাঁরা জানাচ্ছেন, বিচারের দাবি থেকে এতটুকুও নড়বেন না। একইসঙ্গে এও জানাচ্ছেন, 'অস্বচ্ছতার কারণে তদন্ত প্রক্রিয়া কলকাতা পুলিশ থেকে সিবিআই-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পরেও আমাদের যে ন্যায়বিচারের দাবি ছিল তা আদৌ পূরণ হয়নি। স্বাধীনতার আগের দিনে যখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ

আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে নেমেছিলেন, ঠিক সেই রাতেই পরিকল্পিতভাবে আরজি কর-এ জঘন্য হামলা চালানো হয়।'

আদতে এই আক্রমণ ছিল বিভ্রান্ত করার চেষ্টা, এমনই মনে করছেন চিকিৎসকরা। সেই সঙ্গে সে দিন আরজি করের নার্সদেরও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানান এই জুনিয়র চিকিৎসকেরা। সঙ্গে তাঁরা এও জানাতে ভোলেননি, 'ইমার্জেন্সি রুমে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার একটি বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল আর কিছুই না।'

এর পরই জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফ থেকে এও জানানো হয়, হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ বলে যে রব উঠেছে তা আদতেই সত্যি নয়। তাঁর কথায়, 'আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, আমাদের অধ্যাপকরা দক্ষতার সঙ্গে আউটডোর এবং ইমার্জেন্সি সামলাচ্ছেন। এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপোস করা হয়েছে।' একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'কোনও ক্ষতিপূরণ কখনওই একটি হারানো জীবনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না এবং আমরা এ ব্যাপারে আমরা নিহতের পিতা-মাতার সিদ্ধান্তের পাশে আছি। পরিশেষে, আমরা ভারতের নাগরিকদের অনুরোধ করছি চলমান ঘটনা সম্পর্কে কোনো মিথ্যা তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করুন। আমরা পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট গঠন করতে একত্রিত হয়েছি যারা ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।'

সিকিউরিটি সুপারভাইজার-সহ ১০ জনকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর-কাণ্ডে তদন্তে সিকিউরিটি সুপারভাইজার-সহ ১০ জনকে তলব করল সিবিআই। ঘটনার রাতে কোন কোন রক্ষী কর্মরত ছিলেন। কার কোন কোন ফ্লোরে ডিউটি ছিল, তা জানতে ডিউটি রোস্টার নিয়ে সুপারভাইজারকে তলব করেছে সিবিআই। যে দুই অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষীকে আগেই হাসপাতালের তরফে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, তাদেরকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, আরজি কর-কাণ্ডে ম্যারাথন জেরা চলছে সন্দীপ ঘোষের।

অন্যদিকে শনিবার সকাল ৭টা থেকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে দেশব্যাপী চিকিৎসকদের ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। চালু থাকছে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি সার্ভিস। আইএমএ-র দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করতে হবে, হাসপাতালগুলিতে বিমানবন্দরের মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। রবিবার সকাল ৭ টা পর্যন্ত চলবে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি। মূলত ওপিডি এবং ইলেকটিভ সার্ভিস বন্ধ থাকছে।

আরজি কর-কাণ্ডে বামনেত্রী মীনাক্ষীকে লালবাজারে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের কাণ্ডে এবার ডিওয়াইএফ-এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে তলব করল লালবাজার। তাঁকে-সহ এসএফআই এবং ডিওয়াইএফ-এর সাত নেতা-নেত্রীকেও তলব করেছে পুলিশ। বুধবার বেশি রাতে ভাঙচুরের ঘটনার সময় আর জি কর হাসপাতালের সামনে ধরনায় বসেছিলেন মীনাক্ষীরা। পুলিশের উপর হামলায় ডিওয়াইএফ-এর পতাকা হাতে হামলাকারীরা চড়াও হয়েছিল বলে অভিযোগ। আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় মেয়েদের রাত দখলের সময়ই আরজি কর হাসপাতালে তাণ্ডব চলে। ওই রাতে আরজি করে বেশ কয়েক জন পুলিশকে টপকে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে। চলে ব্যাপক ভাঙচুর, হামলা হয় পুলিশের উপরও। বেশ কয়েক জন পুলিশকর্মীও আহত হন।

সেই ঘটনায় শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে একটি ভিডিও দেখান কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল। ওই ভিডিও-য় দেখিয়ে দাবি করা হয়, কিছু দুষ্কৃতী দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আর পিছনে ডিওয়াইএফ-এর পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কয়েক জন।

আরজি করের মূল যে ফটকের উল্টো দিকে ডিওয়াইএফ-এর মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল। সারাদিন ধরে কর্মসূচি চলছিল। ওই রাতেও সেখানে ছিলেন ডিওয়াইএফ-এর কর্মীরা। সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে মীনাক্ষীদের।

অসুস্থ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের অসুস্থ রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শনিবার সকালে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শারীরিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সমস্ত

পরীক্ষার পর দুপুর ১২টা নাগাদ আবার তাঁকে ফেরানো হয় জেলে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রেডিও অ্যাক্টিভ রেনোগ্রাম পরীক্ষা করা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়ের। তাঁর ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। অন্যদিকে, ১৬ জুলাই জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন, জেলে থেকে ওজন কমে গিয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর। সমস্যা রয়েছে কিডনিতেও। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা ভেবে, তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। যদিও জামিন মঞ্জুর করা হয়নি। উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গত অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। গ্রেপ্তারির পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। এরপরও জেলে একাধিক বার অসুস্থ হন জ্যোতিপ্রিয়। এদিন আবারও হৃদযন্ত্রে সমস্যা, মাথা ঘোরা-সহ একাধিক উপসর্গও ধরা পড়েছে। সমস্ত পরীক্ষার পর তাঁকে ফের জেলে পাঠানো হয়।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শাসকদলের মিছিলে নেই অভিষেক, শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিস্থিতির দাবি মেনে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই নীরব দেখাচ্ছে অভিষেককে। আর তাতেই বেড়েছে জল্পনা। আর সেই জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে খোদ তৃণমূলেরই অন্দরে। কারণ, ১৪ অগস্টের মেয়েদের রাত দখল অভিযানের পর শুক্রবার পথে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ওই মিছিলে তৃণমূলের মহিলা নেত্রী সাংসদ বিধায়ক এবং রাজ্যের প্রথম সারির নেতারা থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন অভিষেক। যদিও মমতার ডাকেই এই পদযাত্রা সংগঠিত হয়েছিল। তবু এর আগে তৃণমূল নেত্রীর ডাকা বহু মিছিলে অংশ নিতে দেখা গেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু আরজি কর-এর মতো এত সেনসেটিভ কাণ্ডে শাসক দলের মিছিলে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের দেখা মিলল না কেন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠছে দল এবং প্রশাসনের কাজ নিয়ে তাহলে কি ক্ষুব্ধ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্য

আসার পর অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলে প্রশাসনের একাংশের কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন অভিষেক। বিশেষত বেশ কিছু পুরসভার কাজ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। ভোটে রাজ্যের ৭৪ টি পুর অঞ্চলে খারাপ ফল, পরবর্তীতে দলে বড়সড় রদবদলের কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক।

শুধু তাই নয়, দলের এবং প্রশাসনের একাংশের কাজে যে তিনি আদৌ খুশি নন সে কথাও স্পষ্ট করেছিলেন তিনি একুশের মঞ্চ থেকে। সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ডের পর ধর্ষণ রুখতে এনকাউন্টার তত্ত্বের কথা আমরা শুনেছি তাঁর মুখে। দলমত নির্বিশেষে কাউকে রেয়াত করা উচিত নয়, এমন কথাও ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু ওটুকুই। উত্তাল এই সময়ে অভিষেককে তেমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? দলের একাংশে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ইদানিং তাঁকে দূরত্ব বজায় রাখতে দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি আরও একটি ঘটনাও ঘটেছে যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সংবাদমাধ্যমে বিতর্কে কারা দলের তরফে অংশ নেবেন তা এতদিন স্থির করত ক্যামক স্ট্রিট। এবার এই মিডিয়া সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বর্ষীয়ান সুব্রত বক্সিকে। প্রশ্ন উঠেছে, এই ঘটনা কি কোনো গভীর তাৎপর্য বহন করছে কি না তা নিয়েও। জল্পনা শুরু হয়েছে, এই ঘটনা হিমশৈলের চূড়া মাত্র নয় তো! তাহলে লোকসভা পরবর্তী সময়ে নানা বিষয়ে অভিষেকের সঙ্গে যে দলের একটা বড় অংশের মতান্তর তৈরি হয়েছিল, তা এখন আরও স্পষ্ট!

সম্পাদকীয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সৃষ্টিধর্মী এবং সৃজনশীল ছিলেন

বুদ্ধদেববাবু ২০০০-২০১১ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে তিনি ছিলেন এক জন সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সুস্থ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা অনার্সের ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ সকলের জন্য, সে কথা তুলে ধরতেন বারে বারে। এ ছাড়া মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, শেক্সপিয়র, কাফকা, মায়াকোভস্কি, কামু, মার্কেসের বই ছিল তাঁর প্রিয়। সম্পাদনা করেছেন দলীয় পত্রপত্রিকা। লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। ১৯৯৩ সালে তাঁর রচিত দুঃসময় নাটকটি সে সময় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মানবতার জয়গান। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম দশ বছর ও শেষ দশ বছর নিয়ে দু'টি খণ্ডে ফিরে দেখা নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, যা ইতিহাসের দলিল। বিদেশি কবি লেখকদের বিভিন্ন লেখা অনুবাদ করেছেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত একটি বই হল স্বর্গের নিচে মহাবিশৃঙ্খলা। ১৯৯৯ সালে প্রকাশ পায় বুদ্ধদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে পুড়ে যায় জীবন নশ্বর নামক গ্রন্থটি। তিনি বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন একগুচ্ছ বিদেশি কবিতার অনুবাদ চেনা ফুলের গন্ধ। মার্কেসের উপন্যাস অনুবাদ করেছেন বিপন্ন জাহাজের এক নাবিকের গল্প। উল্লেখযোগ্য বই চিলিতে গোপনে (অনুবাদ), যা সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁর আরও একটি অমূল্য গ্রন্থ হল নাৎসি জার্মানির জন্ম ও মৃত্যু। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা নাটক পোকা যথেষ্ট চর্চিত। এটি ফ্রানজ্ কাফকার মেটামরফোসিস অবলম্বনে লেখা। তিনি লিটল ম্যাগাজিন মেলার সূচনা করেছিলেন। নাট্যমেলা, যাত্রা উৎসব ইত্যাদি অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার ছিলেন তিনি। নাটক ও ফিল্মের প্রতি তাঁর অনুরাগও সর্বজনবিদিত। ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের প্রতি আকর্ষণ ছিল তীব্র। তাই তো কলকাতার নন্দন প্রেক্ষাগৃহকে আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয় করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ভালবাসতেন কবাডি ও ক্রিকেট। বুদ্ধদেববাবু ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিতর্কিত ট্র্যাজিক নায়ক। কারও কাছে তিনি দাম্ভিক ছিলেন, আবার কারও কাছে তিনি নিন্দিতও হয়েছেন। কিন্তু যশ ও প্রতিষ্ঠার লোভ বুদ্ধদেববাবুর কোনও কালেই ছিল না। তিনি নিখাদ কর্মসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ২০২২ সালে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার 'পদ্মভূষণ'-এ মনোনীত করলে তা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বুদ্ধদেববাবু বিশ্বাস করতেন, সততার পথ লম্বা ও কঠিন। কিন্তু সেই পথে জয় সুনিশ্চিত। তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলার গর্ব।

শব্দবাণ-১৯

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.বিশ্ব, জগৎ ৩. সরাসরি নয় এমন ৫.দাঁত ৬.গাঢ় রঙের রেশমবস্ত্রবিশেষ ৭. রেশ ৯. সুযোগ; উত্তম সময় ১১. যমরাজ ১২. পদ্ধতি, ভঙ্গি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নির্বিশেষ বা তারতম্যহীন ২. উপবাস ৩. পটলের পাতা ৪. শক্তি, সামর্থ্য ৭. শূন্য ৮. মানব — রইল পতিত ৯. দক্ষিণ বিহার ১০. সোনা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮

পাশাপাশি: ২. ভোলাময়রা ৩. নববিধান ৬. কমলাকর ৭. উত্তরকাল।

উপর-নীচ: ১. আবিষ্কারক ২. ভোজনশালা ৪. বিচারফল ৫.নদীবাহিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

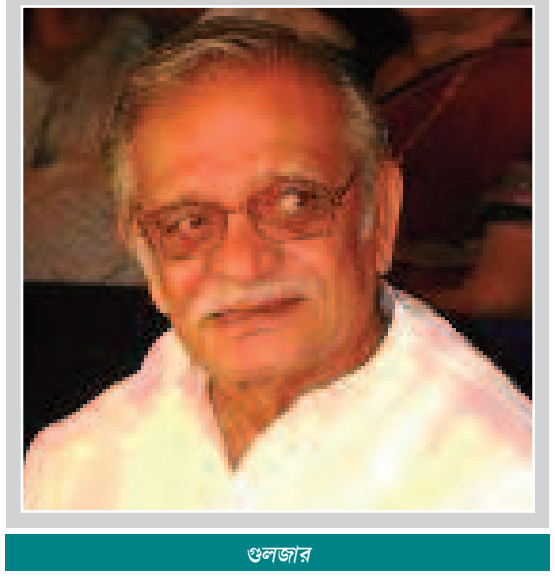

গুলজার

১৯৩৬ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার গুলজারের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সন্দীপ পাটিলের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নির্মলা সীতারমনের জন্মদিন।*

'এ কোন সকাল রাতের চেয়ে অন্ধকার'

বাংলাদেশের পরিণতি কোন দিকে?

শান্তনু রায়

অবশেষে ক'দিন ধরে অনেক মনে যে আশঙ্কা জাগছিল সেটিই সত্য হলো। শেখ হাসিনাকে কুর্সী ছাড়তে হলো। তবে ভাবা যায়নি এ বাংলাদেশকে দেখতে হবে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পরও এই নৈরাজ্য ও দিকে দিকে নৃশংস হনন আর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন সহ এতদিনে গড়ে ওঠা সব সম্পদের নির্বিচার ধ্বংসের উন্মত্ত আচরণে শিহরিত হতে হয় এই ভেবে-কোন তালিবানি শাসনের ইঙ্গিত এই আত্মঘাতি কৃতঘ্নতায়? প্রশ্ন জাগে-গোড়া থেকে সবই কি ছিল তাৎক্ষণিক ও স্বতস্ফূর্ত না আটঘাট বেঁধে এক বৃহৎ পরিকল্পনার ধাপে ধাপে রূপায়ন? লক্ষ্যনীয় কোন বিরোধী দল এই হনন উন্মত্ততা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেনি। সে দেশের সুপ্রিমকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে যে সমস্যা নিয়ে কোটা বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ছাত্রদের দ্বারা, তার একটা সুষ্ঠ সমাধান হয়েছে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তা আর হলো না।অশান্তির আগুন বাংলাদেশে আবার নতুন করে আগুন জ্বলে উঠল রবিবার-একদিনে প্রায় একশ জনের প্রাণহানি ঘটল বিভিন্ন ঘটনায়। যদি ধরে নেওয়া যায় কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ছিল নিছক দেশের চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি প্রধানত ছাত্রসমাজের অনাস্থা ও হতাশাজনিত ক্ষোভের প্রকাশ কিন্তু তার পেছনে রাজনীতির হাত থাকাটাও আজ দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়। না হলে আন্দোলনের মিছিল এবং জমায়েত থেকে কেন ভারতবিরোধী শ্লোগান বারবার শোনা যায়?সত্য পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার জন্য শাসকের অসংবেদনশীলতা ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় অদূরদর্শিতাও দায়ী। তবে এও অনুভব করা গেছে কোটা বিরোধী আন্দোলন ছাত্রদের দ্বারা শুরু হলেও সময়ের সাথে সাথে তা হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল আওয়ামী লীগ বিরোধী দেশবিরোধী ভারতবিদ্বেষী একটা দুষ্ট চক্র দ্বারা। শেষের দিকে আন্দোলনের রাশ আর ছাত্রদের হাতে ছিল না। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের অভিমুখ হয়ে দাঁড়ায় হাসিনার অপসারন। জামাতে ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির প্রমুখ মৌলবাদীশক্তি অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশে সক্রিয়। তারা তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যপুরণে গাঁটছড়া বেধেছে বি এন পি'র সঙ্গে ভেবে চিন্তেই। এ ব্যাপারটা সেদেশের প্রশাসনের হয়ত নজরে ছিল না-যা নিঃসন্দেহ প্রশাসনিক ব্যর্থতা। জানুয়ারীতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসা (যদিও এই নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের অনেক অভিযোগ আছে) শেখ হাসিনা হয়ত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়ায় ভেবেছিলেন ছাত্র আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করেই পরিস্থিতির সামাল দেওয়া যাবে — বুঝতে পারেননি কখন যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা কুচক্রী অপশক্তি মাথা তুলে ফেলেছে-সাথে আছে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশি শক্তি। শেষ মুহূর্তে জামাতে ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করেও শেষ রক্ষা হলো না। রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ সুযোগ কাজে লাগাতে মরীয়া। অবস্থা হাতের বাইরে চলে গেল যখন একদিকে ছাত্র আন্দোলন দমনের কৌশলগত ভুলের কারনে প্রাণহানি অন্যদিকে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর চাপ। শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে পদত্যাগ করে বোন রেহানাকে নিয়ে হাসিনাকে একটি সামরিক চপারে করে ভারতে পাড়ি দিতে হয় দেশের বাইরে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। দেশের শাসনভার আপাতত সেনাবাহিনীর হাতে। শোনা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সর্বদলীয় বৈঠকে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি — তারা বৈঠকে ডাক পেয়েছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়। তবে দেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে দলের সুপ্রিমোর এভাবে পদত্যাগ করে দেশত্যাগে দল স্বাভাবিকভাবেই দিশাহারা ছত্রভঙ্গ — হাসিনা দেশত্যাগের আগে দলের ভার কারও হাতে দিয়ে যান নি হয়ত পারেননি আকস্মিক পটপরিবর্তনে। ঘটনাপ্রবাহ কেমন যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে উনপঞ্চাশ বছর আগের এই আগস্ট মাসেই এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র বছর চারেকের মধ্যেই সেদেশের জাতির জীবনে নেমে আসা অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনাটিকে।

প্রসঙ্গত বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় যেমন সে ভূমের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ তেমনই সমাজ-পরিসরেও প্রগতিশীল বাতাবরনের অভিমুখে অভিযাত্রার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

একদা মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করা ও পাকিস্তানের দাবির কট্টর সমর্থক শেখ মুজিবর রহমানকে পরবর্তীতে সময়ের দাবিতে সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুক্তিসংগ্রামের ডাক দিতে হয়। এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অদ্ভুত উন্মাদনার মধ্যে পাক কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকায় স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আশা আকাঙ্কার প্রতীক হয়ে। নিঃসন্দেহে 'বঙ্গবন্ধু' এই শেখ মুজিবর রহমানই এই উপমহাদেশে এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জনক,যিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার সাহস করেছিলেন।কিন্তু তাঁর দেশের কোন কোন মহল, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দলবিশেষ,এমনকি তাঁর নিজের দলের একাংশও হয়ত ঐ ঘোষণা মন থেকে মেনে নেয়নি। হয়ত তাঁর উপর চাপ হয়ত আসছিল পাকিস্তান লবির প্ররোচনায়, মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের ক্রমঅপসৃয়মান প্রাথমিক উন্মাদনা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ভারতের অতুলনীয় সে ভূমিকার সচেতন ক্রমবিস্মরনের আবহে। তাঁকেও জেদ্দায় ইসলামিক দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনে বংলাদেশের প্রতিনিধি পাঠাতে হয়েছিল। সেই হয়ত শুরুর শুরু।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একাংশের ষড়যন্ত্র ও ক্যু (অনেকেরই অনুমান পাক-মার্কিন মদতে) এর ফলে নিজের বাস ভবনে শেখমুজিবকে মর্মান্তিকভাবে নিহত হতে হয়েছি; ফলে আবার অন্ধকারময় দিন নেমে এসেছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে-বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে দেশটিকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় যা আজও বহাল। সেই থেকে এই নবীন রাষ্ট্রে ঘড়ির কাঁটা আবার পেছনের দিকে চালানোর সুচতুর সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস চলেছিল মধ্যবর্তী সময়ে,যার স্থায়ী প্রভাব আজও সে দেশের অঙ্গে ও সমাজজীবনে বিদ্যমান। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ক্রমে রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে যার ভিত্তি আদতে ধর্মীয় মৌলবাদ। বাস্তবিক ধর্মনিরপেক্ষতা-হয়ত গণতন্ত্রেরও ভিত্তি বাংলাদেশে সত্যিই হয়তো আজও সুদৃঢ় হতে পারেনি বিবিধ কারণে। রাষ্ট্রনেতা হিসবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের কিছু প্রয়াস এক সদর্থক সূচনা অবশ্যই কিন্তু তা কোন সুষ্ঠ রূপ পেতে পারল না তাঁকে হনন করে সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখল করায়। তারপরের এক অন্ধকার অধ্যায়ের উপান্তে বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশের শাসনভার হাতে পাওয়ায় অনেক মনেই আশা জেগেছিল। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ রূপায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও মৌলবাদীরাও সক্রিয়-তারা রাজনৈতিক সমর্থন পাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে।প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার কাছে যেমন অনেক প্রত্যাশা তেমনই তাঁর উপর আছে চাপও। পলাতক মুজিব হত্যাকারীদের এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকার বাহিনীর কুখ্যাত নেতাদের ধরপাকড় করে আইনের বিচারে সোপর্দ করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন সাহসভরে যার জন্য হয়ত আবার কোন কোন শক্তির বিরাগভাজনও হয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় বা অন্যান্য কারণে তাঁকেও মাথা নোয়াতে হয় কখনো কখনো — যেমন সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে জাষ্টিসিয়া মূর্তি (অন্যত্র ভাস্কর্যও) অপসারণের মৌলবাদীদের দাবিও।বিভাজনের এক চোরাস্রোত চলছিল সমাজজীবনে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস থেকে অমুসলমান লেখকদের রচনা বাদ দিয়ে মুসলিম লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।বঙ্গবন্ধু কন্যা এখনও পারেননি সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রকে পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করতে। বছর দু'য়েক আগের গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য রাষ্ট্রধর্ম থেকে ইসলামকে বাদ দেওয়ার একটা দাবি চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল মন্ত্রিসভার এক সদস্যের মুখ দিয়ে-হয়ত শেখ হাসিনার সম্মতিতেই, যদিও দলের মধ্যে এনিয়ে কতখানি ঐক্যমত হতো তা নিয়ে সন্দেহ ছিল সকলের। তবু যতই ক্ষোভ থাক পরিস্থিতির দাবিতে শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গেই ছিলেন দেশের মৌলবাদবিরোধী মহলও। কিন্তু অখুশি মৌলবাদী শক্তি সব সময় চেষ্টা ছিল কি করে দেশের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো যায়। এতদিনে সেই ষড়যন্ত্র সফল হল।নাহলে কোটাবিরোধী বিক্ষোভের নামে মেট্রো ষ্টেশন থেকে অন্যান্য জাতীয় সম্পত্তি তছনছ করা আগুন ধরিয়ে বিনষ্ট করার মত ঘটতো না। দুঃখের ও লজ্জার যে এমনকী যাঁর জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরবময় আত্মপ্রকাশ দেশের সেই স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবের মুর্তি হাজার হাজার লোকের উৎসাহ জ্ঞাপনের মাঝে শুধু হাতুরি ঘা দিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া নয় এক প্রবল আক্রোশে জে সি বি মেশিন এনে মুর্তির মস্তক বিচ্ছিন্ন করায় কী উল্লাস! বিস্ময় জাগে উন্মত্ত এরা কারা-এরাও কি বাংলাদেশের অধিবাসী— এদের মগজ কোন অপশক্তি দ্বারা কতটা প্রক্ষালন করা হলে এমন জাতির পিতার মুর্তির মাথায় মুত্রত্যাগের মত দুষ্কর্ম এরা করতে পারে! অনেকের মতে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে এক বৃহৎফাঁদে পা দিয়েছেন ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা। স্মরণে রাখা দরকার যে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে এই সরকারেরই ২০১৮র আদেশনামা খারিজ হয়ে যায় হাইকোর্টের আদেশে। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল দাখিল হয়েছে। সেই আপীলের রায় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। আবার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ও হয় এবং তা ছাত্রদের দাবিকে মান্যতা দিয়েই।তবু কিন্তু অবস্থা স্বাভাবিক পথে যায়নি। বরং নতুন দাবি উঠল হাসিনার পদত্যাগ এবং শুরু আবার সহিংসতা।সঙ্গে বাড়ল ভারত বিরোধী প্রচার;এভাবেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ল। অনেকের হয়ত স্মরণে আছে যে ঐ আন্দোলন শুরুর কিছুদিন আগে থেকেই সেদেশে ভারতীয় পণ্য বয়কটের কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল কোন একটি বিরোধী দলের সক্রিয়তায়। যদিও ১৯৭১ এর সেই চরম দুর্দিনে একমাত্র ভারতই বিপুল ঝুঁকি নিয়েও বুদ্ধিমত্তার সাথে সেদেশের পাশে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল পৃথিবীর অধিকাংশ বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, সে ইতিহাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্মরণ করতে আজ সেদেশের অনেকের হয়ত অনীহা হয়। কিন্তু এ অনৈতিকতা ও কৃতঘ্নতা দ্বারা কি ইতিহাস বদলে দেওয়া যায়!

উল্লেখ্য দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ লেখা থাকলেই সে দেশের সমাজও সংস্কৃতি আপনা আপনি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে না এ মূল্যবোধের নিরলস চর্চা ব্যতিরেকে, তা বলাইবাহুল্য। কিছু সংখ্যক বিপথগামী মানুষের মনে ধর্মীয় উন্মত্ততার যে বীজ রোপিত হয়েছে সেখানে, যা আন্তজাতিক জঙ্গীগোষ্ঠী ও সন্ত্রাসের আঁতুর ঘর পাকিস্থানের মদতে জল হাওয়া পেয়ে শিকড় গেড়েছে সেখানে, ছড়িয়ে যাচ্ছে সমাজের গভীরে তা কেবলমাত্র সরকারের একক প্রচেষ্টায় নির্মূল হতে পারে না, বিশেষত রাজনীতির কারণে সময় বিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের অনেকের নীরব সমর্থনের প্রেক্ষিতে। শেখ হাসিনা সরকারের আমলের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আর্থিক উন্নতি প্রভুত হলেও (ইদানীং আর্থিক সংকটের মুখব্যাদান অনস্বীকার্য) প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি — সরকারও সাধারনভাবে অসাম্প্রদায়িকও এক প্রগতিশীল আধুনিক সমাজপরিসর বিনির্মাণের লক্ষ্যে দুষ্টশক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে যথেষ্ট তৎপর হতে পারেননি — দূর্ভাগ্যের, শাহবাগ আন্দোলন আশা জাগিয়ে শুরু হয়েও দানা বাঁধেনি।সেখানে সে অর্থে গড়ে ওঠেনি সংহত শিক্ষিত যুক্তিবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণী বা সুশীলসমাজ যাঁরা হয়ত বোঝাতে পারতেন ধর্ম আজ একান্তই ব্যক্তিগত; জীবনযাপনের একমাত্র নির্ণায়ক নয়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই মুক্তচিন্তাসম্পন্ন এক সহিষ্ণু আধুনিক সমাজ কাঙ্খিত হলেও মৌলবাদী এবং ধর্মব্যবসায়ীদের লক্ষ্যই থাকে সাধারন মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে ঢাল করে তাদের পরধর্মবিদ্বেষী করে তোলা অলীক স্বপ্নপূরণের প্রলোভন দেখিয়ে — বিস্মরণ ঘটিয়ে যে আগ্রাসন নয় সহিষ্ণুতাই ধর্ম। সমাজপরিসরে এই মূল্যবোধহীনতার কারণেই হয়ত মুক্তমনা একাধিক ব্লগারদের প্রাণ এত সহজে নিতে পেরেছিল সেদেশের ধর্মান্ধ আততায়ীরা। উগ্র মৌলবাদীদের হুমকীতে প্রাণ বাঁচাতে নয়ের দশকে এদেশে পালিয়ে আসা এক সাহিত্যিকা (মৌলবাদীদের দাপটে এ রাজ্যেও শেষপর্যন্ত ঠাঁই হয়নি তাঁর) আজও ব্রাত্য সেদেশে। বছর দু'য়েক আগে বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট খেলোয়াড় আমন্ত্রিত হয়ে এশহরের এক পুজামণ্ডপে উপস্থিত থাকায় দেশে ফিরে তীব্র সমালোচনার মুখে তাঁকে প্রায় নাকে খত দিয়ে ক্ষমা চাইতে হয়েছে-সরকারকে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেও হয়েছিল। হতে পারে নিকট সাম্প্রতিকে আফগানিস্থান থেকে আমেরিকার লজ্জাজনক পলায়নে তালিবানদের ক্ষমতাদখল বাংলাদেশের মৌলবাদীদেরও উৎসাহিত করেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর বারংবার নির্যাতনের প্রেক্ষিতে সেই সম্প্রদায়কে সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনাকেও বিবৃতি দিতে হয়েছে — সেদেশের জনসাধারনের একাংশ— ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী সাহিত্যিকরা অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় পরিকল্পিত দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন,পথে নেমেছেন। যদিও সংবাদে প্রকাশ বছর দু'য়েক আগেকার দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল তাদের অনেকের বাড়িতে গিয়ে একদল মৌলবাদী হুমকী দিয়ে এসেছিল।

অস্বীকার করা যায় না যে দেশভাগের ফলে যদি কোন একটি জাতি সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সে হলো বাঙালি হিন্দু। তাদের অনেকেই কেবল ভৌগলিক অধিকার হারায়নি, হারিয়েছে সুস্থ যাপনের নিশ্চয়তা অস্তিত্বের নিরাপত্তা, একটু নিরাপদে বেঁচে থাকার জন্য যাযাবরের মত দেশ থেকে দেশান্তরে, বারংবার আস্তানা বদল করে যেতে হয়েছে তাদের। বর্তমান আবহে আশঙ্কা জাগছে বাংলাদেশের হতভাগ্য হিন্দুদের জীবনে কি ফিরে আসছে এক নতুন দুঃসময়! কারণ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে শুরু হয়েছে এক সীমাহীন নৈরাজ্য; ভাঙচুর লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ পিটিয়ে ও পুড়িয়ে মারার একাধিক ঘটনা নৃশংসভাবে খুন করে প্রকাশ্যস্থানে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখার মত বর্বরতার সংবাদ আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এদিকে গ্রেফতার দেশত্যাগে উদ্যত সদ্য প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ — অনেকে দেশত্যাগ করে ইতিমধ্যেই এদেশে আশ্রয়প্রার্থী প্রাণ বাঁচাতে। সামরিক বাহিনী শাসনভার হাতে নিলেও কোথাও তাদের কিংবা পুলিশকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বত্র অবাধে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে উন্মত্ত জনতা। বোঝা যাচ্ছে ছাত্র আন্দোলনের নাম করে যে কর্মকাণ্ডের সূচনা পরিকল্পনামতই এগিয়েছে এখন তা কট্টরপন্থীদের হাতে।

হয়ত এর পেছনে আছে পাকিস্তান সহ কিছু পশ্চিমীশক্তি এবং এশিয়ায় ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের মত বৈদেশিক শক্তি যাদের একান্ত বিরুদ্ধতা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবে-সর্বোভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধতা করেও পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে সেদেশে প্রভাব বিস্তারের ষড়যন্ত্র করে গেছে-কেউ বি এন পি কে মদত দিয়ে কেউবা নিজের বানিজ্যিক স্বার্থে চড়া সুদে হলেও ঋন প্রদানের টোপ দিয়ে। এদের সে পরিকল্পনা কিঞ্চিৎ সফল আপাতত হাসিনা বিদায়ে;উল্লেখ্য প্রাণবাঁচাতে হাসিনার দেশত্যাগের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই বেগম খালেদা জিয়া জেলখানার বাইরে সরকারি আদেশে। অন্যদিকে হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে অনীহা ব্রিটেনের আর তাঁর ভিসা ত্বড়িৎ বাতিল আমেরিকার।প্রশ্ন হলো অতঃকিম? বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের পক্ষেও?লক্ষ্যনীয় সমস্ত বিশ্বের কাছে এ নৈরাজ্য উন্মোচিত তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই কোন তরফে, এমনকী রাষ্ট্রসংঘেরও।

পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় অনেক খামতি এবং সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে গনতান্ত্রিক আবহ এখনও বর্তমান। অন্তত তৃতীয় বিশ্বে এমনকি এশিয়ার মধ্যেও ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামো দৃষ্টান্ত স্বরুপ-কিন্তু আপাতত নিঃসঙ্গ এবং ভবিষ্যত সমস্যাসঙ্কুল। কারণ শুধু পড়শি দেশ নয় এশিয়ার অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই-থাকলেও বনেদ শক্ত নয়। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সমাজ বিশিষ্ট ভারতও আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তু। এও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে ভারতকে একবার কোনভাবে পেড়ে ফেলতে পারলে সমগ্র দক্ষিন পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এই জঙ্গী গোষ্টির সামনে ফাঁকা মাঠ।

পড়শি অনেকদেশেই বিভিন্ন রং এর সরকার থাকলেও কান পাতলে শোনা যায় ভারী বুটের আওয়াজও। চলছে এদেশেরও কোণে কোণে অস্থিরতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস। সময় এসেছে তাই সবদিকেই আরও সতর্ক ও সচেতন হওয়ার।

আইএমএ-র কর্মবিরতির মাঝেও মালদা মেডিক্যালে চালু পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজিকর কাণ্ডে চিকিৎসকদের সংগঠন আইএমএ-র (ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন) কর্মবিরতির মাঝেও মালদা মেডিক্যাল কলেজের চালু থাকল রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা। ফলে শনিবার নতুন করে মেডিক্যাল কলেজের আউটডোর থেকে জরুরি বিভাগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবার কোনও ঘাটতি দেখা যায়নি। এর ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের এদিন দুর্ভোগেও পড়তে হয়নি। মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আইএমএ-র কর্মবিরতির সমর্থন জানিয়ে রোগীদের স্বার্থের কথা ভেবে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের পর শনিবার আইএমএ-র তরফ থেকে দেশজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। তবে রোগীরা যাতে কোনও রকম ভাবেই সমস্যায় না পড়েন, তার কারণে এদিন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল, আউটডোর ও ইনডোর পরিষেবা চালু রাখেন চিকিৎসকরা। এর আগেই গত বৃহস্পতিবার মালদায় কর্মবিরতি পালন করেছিলেন জেলার শতাধিক চিকিৎসকরা। এই কারণে এদিন আইএমএ-র কর্মবিরতিকে সর্বাত্মক সমর্থন জানানো হলেও, রোগী স্বার্থে পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিকিৎসকেরা।

এদিন সকাল থেকেই মালদা মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবা চালু ছিল। মেডিক্যাল কলেজের টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওপিডি বিভাগে হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য রোগীরা। তবে চিকিৎসকের সংখ্যা অনেকটাই কম ছিল। ফলে কিছুটা হলেও চিকিৎসা পরিষেবা পেতে হয়রানির শিকার হন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা।

এদিকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের হাজতবাসের দাবিতে এদিন জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরাও সাময়িক সময়ের জন্য বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হন। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. পার্থপতি মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এদিন কর্মবিরতিতে থেকে সমর্থন জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু রোগীদের স্বার্থের কথা ভেবে এদিন আউটডোর ও মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য বিভাগের পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। রোগীদের কোনও রকম যাতে সমস্যা না হয়, সেই বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

আরজি কর কাণ্ডে কর্মবিরতিতে হয়রান রোগী ও রোগীর পরিবার

দোষীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন আরামবাগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের প্রতিবাদে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি চলে। সকাল থেকেই বন্ধ থাকে হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসা পরিষেবা। হয়রানি শিকার হন রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজন।

চিকিৎসক ও পড়ুয়াদের অবস্থান বিক্ষোভের জেরে রোগী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, জরুরি বিভাগে কোনও রকম চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি। এখন রোগীকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। যদিও এই ঘটনায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের নার্সদের দাবি, দোষীকে যতদিন না উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে। অপরদিকে আন্দোলন শুরু করল তৃণমূল। এদিন আরামবাগের পল্লিশ্রী মোড় থেকে মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেসে। আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও শহর তৃনমুল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই মিছিল সংগঠিত হয়।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, অবিলম্বে খুনিদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। মূল অভিযুক্তকে ফাঁসি দিতে হবে বলেও স্লোগান দেওয়া হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও মহিলা তৃণমূল কর্মীরা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল মিছিলটি পল্লীশ্রি মোড়ে শুরু হয়ে বসন্তপুর মোড়ে শেষ হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায় বলেন, দোষীদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিতে হবে এবং অতি দ্রুত সিবিআইকে তদন্ত শেষ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেন। তারপর দলের নির্দেশ মতো প্রতিটি ব্লক জুড়েই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হন। এখন দেখার দোষীরা কবে কঠিন শাস্তি পায়।

যত বড় নেতারই আত্মীয় হোক, গ্রেপ্তার-শাস্তির দাবি শ্যামপুর তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: যত বড় নেতারই আত্মীয় হোক গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। শনিবার হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলের মধ্যে শ্যামপুরেও প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের অংশগ্রহণ ছিল রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। মিছিল শেষে শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল জানান, আরজি কর কাণ্ড রাজ্যের মুখ পুড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া অবস্থান নিয়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন যত বড় নেতা ছেলে কিংবা আত্মীয় হোক গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। উল্লেখ ঘটনার পর থেকেই এই ঘটনায় জড়িত বিষয়ে এক বৃদ্ধার বক্তব্য ভাইরাল হতেই তোলপাড় শুরু হয়ে যায় হাওড়া জেলা জুড়ে। এদিন বিধায়ক সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কেউ হাওয়ায় ভাসালেই হয় না, তার প্রমাণ চাই। প্রমাণিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। পথে শাসক -বিরোধী-সব পক্ষই। এ দিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নন্দেবাসী জানা, হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি শ্রীধর মণ্ডল প্রমুখ।

আরজি কর ও নান্দুর কাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির সহ একগুচ্ছ দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজি কর ও পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর কাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন। মূলত ছয় দফা দাবিতে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের (এএসএ) তরফে শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়।

উল্লেখ্য, আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর গ্রামে বাড়ির পাশেই গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয় এক তরুণীর। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের কর্মী ও সমর্থকরা। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা।

এবিষয়ে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি বলেন, 'কর্তব্যরত অবস্থায় একজন চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া পুলিশ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র মহিলাদের সুরক্ষা, সুনিশ্চিত করতে হবে। এই সমস্ত ছয় দফা দাবিতে আজ আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি।'

শনিবার থেকে শুরু হল নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা। নাট্য অ্যাকাডেমির আয়োজনে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বারুইপুর মহকুমায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। সেই মতো শনিবার বিকেলে পানাগড়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আয়োজিত মিছিলে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থরা মিছিলে পা মেলান। এদিন মিছিল থেকে আরজি করের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবি তোলেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড় পর্যন্ত মিছিল অনুষ্ঠীত হয়। চৌমাথা মোড়ে মিছিল শেষে সেখানে পথসভা করেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন মিছিলে উপিস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত,কাঁকসা ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, জেলা কিষান ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি চন্দন রায় সহ অন্যান্যরা।

কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন,আরজি করের যে ঘটনা তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল পথে নেমেছে। তাদের একটাই দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, তাদের যাতে ফাঁসি হয়।

নাবালিকার 'বিয়ে রুখে' সাহসিকতার পুরস্কার তিন ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর 'বিয়ে রুখে' দিয়ে সাহসিকতার পুরস্কার পেল দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের তিন ছাত্রী। অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে 'বিশ্ব কন্যাশ্রী দিবসে' কলকাতার 'ধনধান্য অডিটোরিয়ামে' একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিভাগে রাজ্যস্তরের পুরস্কার পেল রাইপুরের পায়রাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের তিন ছাত্রী অনুপমা হেমব্রম, পূরবী হেমব্রম ও অঞ্জলী মুর্মু। শুক্রবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তরফে সংবর্ধনা জানানো হল ওই তিন কন্যাশ্রী ছাত্রীকে।

পায়রাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে 'কন্যাশ্রী ক্লাবে'র তরফে নিয়মিত বাল্য বিবাহ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার হয়। আর তার সাফল্যও মিলতে শুরু করেছে। কন্যাশ্রী ক্লাবের তিন ছাত্রীর কাছে চলতি বছরের গত ফেব্রুয়ারি মাসে খবর আসে অভিভাবকদের তরফে এক নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন শুরু হয়েছে। কিন্তু বিয়েতে মত নেই ওই নাবালিকা ছাত্রীর। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও কন্যাশ্রী ক্লাবকেও তা জানানো হয়। পরে ওই তিন কন্যাশ্রী ছাত্রী সংশ্লিষ্ট নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে। কম বয়সে বিয়ে দিলে কী সমস্যা হতে পারে তা জানায়, এমনকি আইনগত বাধার দিকটিও তাঁদের সামনে তুলে ধরে। এই অবস্থায় পিছু হঠতে বাধ্য হন ওই ছাত্রীর অভিভাবকেরা। ওই নাবালিকা ছাত্রী বিয়ে বন্ধ রেখে ফের পড়াশোনা শুরু করেছে বলেই জানা গিয়েছে।

এক নাবালিকার বিয়ে রুখতে পেরে খুশি ওই তিন কন্যাশ্রীও। বিয়ে নয়, ফের তাকে পড়াশোনার জগতে ফিরিয়ে আনাই তাদের কাছে ছিল মূল চ্যালেঞ্জ, আর তাতে তারা সফল বলেই জানিয়েছে। খুশি পায়রাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থসারথী সিনহাবাবু। তিনি বলেন, এই এলাকায় বাল্য বিবাহের ঘটনা ঘটেই। এই অবস্থায় তা বন্ধে যথেষ্ট উদ্যোগী কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যেরা। এই কাজ করে তিন ছাত্রীর পুরস্কার প্রাপ্তিতে তিনি গর্বিত বলেও জানান।

পায়রাগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রীর নোডাল শিক্ষক সুব্রত পন্ডা বলেন, বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবে প্রতিমাসে একটি করে আলোচনাসভা ও সচেতনতামূলক প্রচার হয়ে থাকে। তার সুফল মিলেছে। ওই তিন কন্যাশ্রী নিজেদের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ রুখে দিয়ে নজির গড়েছে। এই কাজ দেখে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা সচেতন হবে এবং এলাকার অভিভাবকদের সচেতন করতে ছাত্রছাত্রীরা উদ্যোগী হবে বলে তিনি মনে করেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Form no INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from onestate to another
Before the Regional Director, Eastern Region
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the Matter of R.B. CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
Having its Registered Office at: 63/3 Gopal Banerjee Road Room No 2A, 2nd floor, Howrah, West Bengal,711101
..................**Petitioner**

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 10.07.2024 to enable the company to change its Registered office from 'State of West Bengal to the State of Bihar'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address NIZAM PALACE II,MSO BUILDING,3RD FLOOR, 234/4 A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA, WEST BENGAL, 700020, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

R.B. CONSTRUCTIONS PVT LTD
63/3 Gopal Banerjee Road Room No 2A, 2nd floor, Howrah, West Bengal-711101

S/D
FOR R.B.CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
MR. AMIT KUMAR SINGH
(DIRECTOR) DIN: 00250525

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সার্কুলার নং 42.2 of DoR.FIN.REC.No. 45/03.10.119/2023-24, ১৯ অক্টোবর ২০২৩ (সংশোধিত ১০ নভেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী) -মাস্টার ডিরেকশন- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি) -স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশন, ২০২৩ অনুযায়ী

মাধো প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U70101WB1932PTC007343
সিওআর নং : বি.০৫.০০০১৪ তারিখ ১৩.০৬.২০২২
রেজি. অফিস : ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০, **ই-মেল :** madhopropertiesmca@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) উল্লেখ্য পত্র নং KOL.DOS.RSG NO. S1608/08-02-400/2024-2025 তারিখ ১৮ জুলাই ২০২৪ মাধো প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে অনুমোদন দিয়েছে ২ নতুন ডিরেক্টর যেমন শ্রীমতি সুমঙ্গলা দেবী বিড়লা, ৩/১, রাজা সন্তোষ রোড, কলকাতা : ৭০০০২৭, পেশা কোম্পানি ডিরেক্টর এবং শ্রীমতি বসুশ্রী ঝাভের, ঝাভের হাউস, নতুন নং ৯, পুরানো নং ৫, বোট ক্লাব রোড, থার্ড এভিনিউ, রাজা আন্নামালাইপুরম, চেন্নাই-৬০০০২৮, তামিলনাড়ু, পেশা কোম্পানি ডিরেক্টর, কোম্পানির বোর্ডে সংশ্লিষ্ট সকল আইন/অধ্যাদেশ এবং উল্লিখিত সার্কুলারের শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ করতে। উক্ত ২ নতুন ডিরেক্টরগণ নিয়োগের ফলে কোম্পানির বোর্ডের গঠনতন্ত্রে ৩০ শতাংশ পরিবর্তন সাধিত হবে এবং পরিবর্তন পরবর্তী বোর্ডের সদস্য ১) শ্রীমতি সুমঙ্গলা দেবী বিড়লা, ২) শ্রীমতি বসুশ্রী ঝাভের, ৩) শ্রী সৌরভ ঘোষ, ৪) শ্রী এন কে আগরওয়ালা এবং ৫) শ্রী কে কে সারদা সমন্বিত হবে। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপের আবশ্যকমতে বৃদ্ধি সহ বোর্ডের বৃহত্তর ভিত্তি গঠন এবং দৃঢ়করণ। সদস্যগণের শেয়ারহোল্ডিং এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় কোনও পরিবর্তন হবে না। যেকোনও ব্যক্তির উক্ত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে উক্ত ঠিকানায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড এবং আরবিআই, ডিপার্টমেন্ট অব সুপারভিশন, ৬ষ্ঠতল, ১৫, এন এস রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত।

মাধো প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
(এন কে আগরওয়ালা)
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৩০৩০৫৩

স্থান : **কলকাতা**
তারিখ : **১৬.০৮.২০২৪**

যূকো বৈংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি,
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত মতে লকারধারীদের জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লকারের ভাড়া মেটানো হয়নি ফলে বিলম্বে/প্রদান না করায় বহু পরিমাণ বকেয়া পড়েছে। সংশ্লিষ্ট লকারধারীদের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের তরফে ৪ নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভাড়া প্রদানের জন্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া দাখিল করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম এসওএল সহ	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ টাকা	বকেয়া হইতে
১	বেলভেদার রোড (০৯২৯)	HA133	মীরাজুল হক এবং মণিরা হক	২৩৮৩৭ টাকা	২৮.০৮.২০১৮
২	বেলভেদার রোড (০৯২৯)	BA059	ঝুমা হালদার	১৪৯৮৯ টাকা	১০-০৭-২০২০
৩	বেলভেদার রোড (০৯২৯)	DA054	প্রদীপ্ত রায় মুখার্জি	১৬৪৪১ টাকা	২৮-১০-২০২০
৪	বেলভেদার রোড (০৯২৯)	GA067	কমল কুমার আগরওয়াল এবং বিনা আগরওয়াল	১৫৯৫২ টাকা	১০-০১-২০১৮
৫	বেলভেদার রোড (০৯২৯)	GA086	সুনিতা দেবী সারদা এবং মহেন্দ্র কুমার সারদা	১৪৮৩৫ টাকা	২১-০৩-২০১৯
৬	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0100	অরবিন্দ দাস গুপ্ত	১০৩৮০ টাকা	০১-০৪-২০২১
৭	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0034	চিন্ময় দাস	২৯১৯৪ টাকা	১০-১০-২০২০
৮	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0031	কল্পতরু চৌধুরী	১৩৯৯০ টাকা	১০-০৭-২০২০
৯	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0021	আদিত্য মুখার্জি	২১৩৫৬ টাকা	১০-০১-২০১৪
১০	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0016	বাসন্তী গুহ	২০৭৫৪ টাকা	১৯-০১-২০২০
১১	আকরা রোড (১৭৬০)	AA025	মনোজ কুমার সিং	২৩৫০৪ টাকা	০২-০৩-২০১২
১২	আকরা রোড (১৭৬০)	AA050	ড. সৈয়দ মাহফুজ নাহসান রিজভী	২৩১৩৩ টাকা	৩০-০৫-২০১২

লকারধারীদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি **২৯.০৮.২০২৪** তারিখের পর ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারের মধ্যে থাকা সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, অংশত/সমুদয় নিলাম করা হবে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য আবশ্যক মতে। লকারে থাকা অবশিষ্ট সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের হেফাজতে রাকা হবে সংশ্লিষ্ট লকারধাকীদের ঝুকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে। কোনও কারণে লকারে থাকা সামগ্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হলে লকারধারীরা বকেযা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। আগ্রহী লকারধারীগণ তাদের লকার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে **২৮.০৮.২০২৪** তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৮.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা
জোনাল অফিস
কলকাতা

অ্যান্টার্টিকা লিমিটেড
CIN : L22219WB1991PLC051949
রেজিস্টার্ড অফিস : ১এ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন : ৯৮৩০২১৭১৭৭, ওয়েবসাইট : www.antarctica-packaging.com ইমেল : info@antarctica-packaging.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত

(লাখ টাকায় প্রতি শেয়ার তথ্য ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	১৩.৯৭	২১.০৮	১৭.২০	৮৩.৯৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(২২.৫০)	(২২.৯২)	(৭.৬৭)	(৪৬.৫১)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২২.৫০)	(২২.৯২)	(৪.১৩)	(৪২.৯৭)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২২.৫০)	(২২.৯২)	(৪.১৩)	(৪২.৯৭)
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের	(২২.৫০)	(২২.৯২)	(৪.১৩)	(৪২.৯৭)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	১৫৫০.১০	১৫৫০.১০	১৫৫০.১০	১৫৫০.১০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি সংরক্ষণের পূনর্মূল্যায়ন ব্যতীত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ের)				
	মূল	(০.০১৪৫)	(০.০১৪৮)	(০.০০২৬)	(০.০২৭৭)
	মিশ্র	(০.০১৪৫)	(০.০১৪৮)	(০.০০২৬)	(০.০২৭৭)

দ্রষ্টব্য :
১ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। উক্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.antarctica-packing.com) থেকে পাওয়া যাবে।
২ ইন্দ এএস ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের দ্বারা পরিচালিত কার্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে, কোম্পানির ক্রিয়াকলাপগুলি কাগজের ব্যবসার অধীনে পড়ে যা পরিচালনার দ্বারা একমাত্র রিপোর্টযোগ্য বিভাগ হিসাবে বিবেচিত হয়।

বোর্ডের পক্ষে
অ্যান্টার্টিকা লিমিটেড
রাজেশ মঙ্গিলাল শর্মা
পুরা সময়ের ডিরেক্টর
ডিন - ১০৪৭৯৪৮১

তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস : "ইকোস্টেশন", ব্লক -বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫,
৬ষ্ঠতল, স্যুট নং ৫০৪, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫, ই-মেল : cs@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্য, রেকর্ড ডেট এবং বই বন্ধের তারিখ এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বেলা ১২.৪০ মিনিটে 'জ্ঞান মঞ্চ', ১১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭১ ঠিকানায় ০৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম এবং ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের(সমূহের) নিকট নথিভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com, এবং ই-ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইট : www.evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ফিজিক্যাল কপি উপযুক্ত পদ্ধতিতে সকল সদস্যের নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ১৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে প্রেরণ সম্পাদন সম্পূর্ণ করেছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেস মিটিং (সংশোধিত মতে), সংস্থান অধীনে কোম্পানি ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারহোল্ডার সকল সদস্যকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত এনএসডিএল মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট আইনের এবং রুলসের বিস্তারিত সংস্থান নিম্নোক্ত মতে :

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (সকাল ৯ টায়, আইএসটি) এবং সমাপ্ত হবে মঙ্গলবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (বিকেল ৫ টায় আইএসটি) এবং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পর অনুমতি দেওয়া হবে না।
২. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএম তে ভোটদানের অধিকারের উপযুক্ততার জন্য কাট অফ তারিখ বুধবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নির্ধারিত হয়েছে।
৩. এজিএম তে ব্যালট পেপারের মাধ্যমেও ভোটদানের সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এজিএমের পূর্বেই তারা আর ভোট দান করতে পারবেন না। একজন সদস্য কেবল একটি মাত্র পদ্ধতিতেই অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্মের মাধ্যমেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোনও সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকলে ই-ভোটিং পদ্ধতিই গ্রাহ্য হবে এবং ব্যালট দ্বারা ভোট বাতিল হবে। একবার ভোটাধিকার প্রয়োগে পর আর পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না।
৪. যেকোনও ব্যক্তি কোম্পানির এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর সদস্য হয়ে থাকলে এবং কাট অফ তারিখ মতে শেয়ার ধারণ করে থাকলে, evoting@nsdl.com তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাশওয়ার্ড পেতে পারেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.acknitindia.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ডের বিস্তারিত পাওয়া যাবে। কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য নথিবদ্ধ করেছেন তারা বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দান করতে পারেন।
৫. কোন প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে বৈদ্যুতিন ভোটিং সম্পর্কে সদস্যগণ প্রয়াশই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নমালা (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন যা উপলব্ধ ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com বা এনএসডিএল এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে বা evoting@nsdl.com মাধ্যমে অনুরোধ পাঠিয়ে শ্রী রবি কুমার বাহল, কোম্পানি সেক্রেটারি, রেজিস্ট্রার্ড অফিস এবং ফোন নং (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫ নম্বরে বা কোম্পানিকে ইমেল পাঠিয়ে cs@acknitindia.com।

ডিভিডেন্ডের জন্য রেকর্ড তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং উক্ত ডিভিডেন্ড ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাদের প্রদান করা হবে যাদের নাম সদস্যগণের রেজিস্টার/কোম্পানির সুবিধাভোগী মালিকের তালিকায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ব্যবসা বন্ধের সময়ে নথিভুক্ত থাকবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৯১ সংস্থান এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ১০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ সংস্থান অধীনে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (উভয়দিন সহ) কোম্পানির ৩৪ তম এজিএম তে, ঘোষণা সাপেক্ষে, ডিভিডেন্ড ঘোষণার কারণে বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রবি কুমার বাহল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৮.২০২৪

বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আউটডোরে ভিড়, পরিষেবা স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: আরজি করের ঘটনা নিয়ে যখন বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মবিরতি কোথাও আউটডোর পরিষেবা বন্ধ, সেখানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অন্য চিত্র দেখা গেল। শনিবার সকাল থেকে আউটডোরে ভিড়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

কলকাতা আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে চারিদিকে আন্দোলন কর্মবিরতি মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। একই ভাবে শনিবার সকাল থেকেই ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা দেশব্যাপী চিকিৎসক কর্মবিরতি চলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সকাল থেকেই পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। আউটডোরে রোগী রোগীর পরিজনের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থাও রয়েছে স্বাভাবিক। যারা দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে আসছেন বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন না বলেই দাবি।

বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভঙ্কর কয়াল জানাচ্ছেন, তাঁদের হাসপাতালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে চিকিৎসা করাতে এসে চিকিৎসা না পেয়ে ঘুরে গিয়েছে এমন কোনও খবর নেই।

মালদার ফার্মাসিস্ট ছাত্রের মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ছাত্রীর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের মধ্যেই এবার মালদার এক ফার্মাসিস্ট ছাত্রের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। ওই এলাকার জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিস্ট কলেজের প্রথম বর্ষে পাঠরত ছিলেন মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর এলাকার ছাত্র তোহিদ করিম (২২)। শনিবার সকালেই মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের সংশ্লিষ্ট ওই ইনস্টিটিউটের হস্টেল থেকেই মালদার ফার্মাসিস্ট ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃত ছাত্রের পরিবার পরিকল্পিত ভাবে তাদের ছেলেকে খুন করার অভিযোগ তুলেছেন।

মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, চলতি মাসের ১৩ তারিখ রাতে এই কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় তোহিদের নিথর দেহ। পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে তাদের ছেলেকে। ঘটনার পর মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ বলে অভিযোগ। বলা হয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই অভিযোগপত্র নেওয়া হবে।

এখানেই শেষ নয় কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং থানা থেকে জানানো হয় সংবাদমাধ্যমে না জানানোর জন্য।

মৃত ছাত্রের বাবা রেজাউল করিম পেশায় লরিচালক। তাঁর অভিযোগ, '১২ অগস্ট রাতে ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ছেলে বাড়ি থেকে আমের আচার এবং ছাতু আনার কথা বলেছিল। কোনও রকম মানসিক অবসাদে ছিল না আমার ছেলে। যদি মানসিক অবসাদে থাকত তা হলে ওইদিন রাতে ছেলের কথাবার্তায় আমরা বুঝতে পারতাম। লরি চালানোর সূত্রে ১৩ অগস্ট আমি রঘুনাথগঞ্জে ছিলাম। সকাল থেকে আমার ছেলের ফোন সুইচ অফ আসছিল। ওইদিন রাত ন'টা নাগাদ আমি হস্টেলে যেতেই আমার ছেলের রুমমেট ফোন করে জানায় তোহিদ মারা গিয়েছে। আমি স্টেলে গিয়ে দেখি আমার ছেলের নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ আমাদের দেখানো হয়নি। আমাদের খবর দেওয়া হয়নি। অথচ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। আমি না গেলে হয়তো জানতেই পারতাম না আমার ছেলে মারা গিয়েছে। দেহ হয়তো লোপাট করা হত। পরিকল্পিত ভাবে আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে। তাই বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলছি আমি।'

মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, 'পুলিশ বলেছিল ময়নাতদন্ত বাড়ির লোকেদের উপস্থিতিতে হবে। অথচ আমাদের জানানো হয়নি। এমনকি এখনও পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ নেয়নি পুলিশ। পালটা আমাদের শাসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।' মালদার ইংরেজবাজার থানার যদুপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তোহিদ করিম। পাড়াতে খুব মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যু কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না প্রতিবেশীরা। পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নিলে আরজি করের ঘটনার মতো যদুপুর গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাশাপাশি এই ঘটনায় যুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে সোচ্চার হন তাঁরা।

মৃত ছাত্রের মা লুসি খাতুন বলেন, 'ছেলে তোহিদের ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে ভালো কিছু হওয়ার। এই ছেলে আত্মহত্যা করতেই পারে না। পরিকল্পনা করে হস্টেলেই মারা হয়েছে তাঁকে। যেহেতু ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বিধায়কের, তাই পুলিশ এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে লিখিত অভিযোগ নিচ্ছে না।' অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সেনাউল ইসলাম। তিনি বলেন, 'ওই ছাত্রের এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়টি মানা যায় না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ যাতে অভিযোগ নিয়ে প্রকৃত তদন্ত করে, সেই দাবিও জানানো হচ্ছে।'

আজ আসানসোলে তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ

আরজিকর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনানো হবে: মলয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার আসানসোলে আরজি কর প্রসঙ্গে রাম বামের চক্রান্তের অভিযোগে এবং প্রকৃত দোষীদের চূড়ান্ত শাস্তির দাবিতে মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। আরজি করে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে রাজ্য তথা সারা দেশের সঙ্গে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের চিকিৎসক থেকে শুরু করে চিকিৎসা জগতের ব্যক্তিরা যেমন লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছেন, সেখানে সরকার বিরোধী দলগুলি সরকারকে চাপে রাখতে একাধিক আন্দোলন করছে। শুক্রবার বিজেপির ডাকা দু'ঘণ্টার পথ অবরোধে আসানসোলের বিএন আর মোড়ে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।

এবার আসানসোল শিল্পাঞ্চলে পথে নামল শাসকদল। শনিবার বিকেলে আসানসোলের জিটি রোড সংলগ্ন রাহালেনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে মিছিল বের করা হয়। এরপর মিছিল শেষে আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই মিছিল ও প্রতিবাদ সভার মুখ্য বিষয় ছিল রাম ও বামের অপপ্রচার ও আরজি করের ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি।

এ দিনের মিছিলে মন্ত্রী মলয় ঘটক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ছাড়াও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। মিছিল শেষে আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত হন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। এদিনের সভায় মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তদন্ত শেষ করার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে।

এই ঘটনায় চিকিৎসা জগতে থাকা ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের জনগণের স্বার্থে কর্মজীবনে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী রাম ও বামপন্থীরা এই সুযোগে সরকারকে হেনস্থা করার জন্য অশান্তি সৃষ্টি করছে। ভুল বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে সমাজের কাছে। যা সাধারণ মানুষ সবই বুঝতে পারছেন।

মলয় ঘটক সভা থেকে ঘোষণা করেন রবিবার রাহালেন দলীয় কার্যালয়ের সামনে রাম ও বামের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও আরজি করের ঘটনায় জড়িত অভিযুক্ত বা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। আরজি কর প্রসঙ্গে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্য যেসব শিল্পাঞ্চলবাসী শুনতে পায়নি তাদের জন্য এই বিক্ষোভস্থলে সেই ভাষণ শোনানো হবে।

শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী ব্যথিত এবং তিনি দোষীদের চূড়ান্ত শাস্তির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু পুলিশকে বিরোধীরা কাজ করতে দিচ্ছে না।

রবিবারের মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করে দোষীর ফাঁসির দাবিতে সরব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসক খুনের অভিযোগে আগামী রবিবারের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দোষীর ফাঁসির দাবিতে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় আগামী রবিবারের মধ্যে দোষীদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের ফাঁসির দাবি জানিয়ে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে শয়ে শয়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে ইন্দাস পীরতলা পর্যন্ত একটি মিছিল করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সেখ হামিদ। পাশাপাশি তাদের দাবি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনার দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তাদের স্লোগানে এবং ব্লক সভাপতি সেখ হামিদ এর মুখে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের শান্ত পরিবেশ অশান্ত করছে সিপিএম এবং বিজেপি। এমনকি আরজি কর হাসপাতাল ভাঙচুর করেছে সিপিএম এবং বিজেপি। সমস্ত দোষীদের অতি দ্রুত চিহ্নিতকরণ করে তাদের শাস্তির দাবি জানানো হয় এদিনের এই কর্মসূচি থেকে।

মনসাপুজোয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আহত ৪, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তগত ভারুচা গ্রামে মনসাপূজা মহা ধুমধামে হয়ে থাকে শ্যামল দাস নামের এক ব্যক্তির উদ্যোগে। প্রতিবছর যেভাবে পূজা হয়, এবছরও সেই একই ভাবেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। হঠাৎই শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়ায় ওই সময় লোহার গ্রিলের মধ্যে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় পাঁচজন বিদ্যুতের শক খেয়ে আহত হন। এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে মন্তেশ্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত ব্যক্তির নাম কদম হাজরা (৪০)।

চিকিৎসক খুনে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক খুনের দাবিতে প্রতিবাদে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার দাবিতে এবং সিপিএম ও বিজেপির ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের রাণ্টুয়া বাজারে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্র নাথ মাহাতো, গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল সহ দলের অন্যান্য নেতারা। ওই প্রতিবাদ মিছিলে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। শনিবার প্রতিবাদ মিছিল থেকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। সেই ওই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও ওই ঘটনা নিয়ে সিপিএম ও বিজেপির জঘন্য রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এদিন বিধায়ক চিকিৎসক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা অতি নিন্দনীয়। ওই ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দোষীদের ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি মৃত চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবা ও মায়ের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে এসেছেন। তা সত্ত্বেও সিপিএম ও বিজেপি ওই ঘটনা নিয়ে জঘন্য রাজনীতি শুরু করেছে। তাই সিপিএম ও বিজেপির নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন, এই নিন্দনীয় ঘটনার দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন।

আরজি করের ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে ফাঁসি দাবি তুলে গোবরডাঙায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল।

মেদিনীপুরে বিজেপি, বাম ও আইনজীবীদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্যের জেলায় জেলায় থানা ঘেরাও কর্মসূচি হিসেবে শনিবার বিকেলে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় মহিলা মোর্চার সদস্যরা। লম্বা প্রতিবাদ মিছিল করে কোতোয়ালি থানায় পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির মহিলা সদস্যরা। শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখানোর পর সামনের রাস্তা অবরোধ করে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। প্রতিবাদ মিছিল থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ করেন, আরজিকর কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতকে আড়াল করতে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছে তৃণমূল সুপ্রিমোর সাঙ্গপাঙ্গরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাজ্যজুড়ে হওয়া প্রতিবাদকে মহিলা মোর্চার মিছিল থেকে তীব্র কটাক্ষ করা হয়।

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেও এদিন মেদিনীপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন বামফ্রন্ট সদস্যরা। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ফাঁসির দাবিও করা হয়। শনিবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামেন মেদিনীপুর জেলা আদালতের আইনজীবীরা। দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন সংগঠনের আইনজীবীরা ১.৩০ নাগাদ প্রতিবাদ মিছিল করেন। মিছিল থেকে আরজি কর মেডিক্যালের নারকীয় হত্যাকাণ্ড তথা মহিলা চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মিছিলে ছিলেন আইনজীবী তথা বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা তীর্থঙ্কর ভকত, আইনজীবী ও জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায়, আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা শান্তি দত্ত প্রমুখ। সাংবাদিকদের তীর্থঙ্কর ভকতর দাবি, কোনও ভাবেই ওই মহিলা চিকিৎসককে টানা ৬ মাস ধরে নাইট ডিউটি দেওয়া যায় না।

শুক্রবার বনসৃজন করে সবুজ পৃথিবী গড়ার সংকল্প নিল সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থা সদস্যরা। প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় পিডব্লিউডি স্ট্যাগ ইয়ার্ড সংলগ্ন মাঠে বনসৃজন করেন মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিনহা, ওসি ট্রাফিক সুমন প্রামাণিক, সিউড়ি নেহেরু যুব কেন্দ্রের আধিকারিক রায়া দাস, প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের সম্পাদক মৃণালজিত গোস্বামী পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে সুকান্ত সরকার প্রমুখরা। ইয়ং নাট্য সংস্থার কর্ণধার নির্মল হাজরা বলেন, শহরের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক দলের কর্মী সহ আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন বৃক্ষরোপণ করা হয় এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।

মনসাপুজোয় পুরুলিয়ায় লক্ষাধিকের বেশি হাঁস বলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মনসাপুজো জেলার বড় পুজোপার্বণের মধ্যে অন্যতম। মনসা দেবীর পুজো তাই পুরুলিয়ায় সর্বজনীন হয়ে গিয়েছে। এই পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হাঁস বলি দেওয়া। জেলার প্রায় সকল বাড়িতেই মনসাপুজোয় হাঁস বলি দেওয়ার রীতি আছে। আর সেই হাঁসের জোগান দিতে মাস খানেক ধরে ঝাঁপি বন্দী করে হাঁস এসেছিল পুরুলিয়ার পাশ্ববর্তী জেলা বর্ধমান মেদিনীপুর, বীরভূম এমনকি পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে। বৃহস্পতিবার ছিল এই পুজো শনিবার ছিল পুজো। আর রবিবার এই পুজোর পান্না বা শেষ দিন।

জেলায় মাসখানেক আগে থেকেই এই পুজোর জন্য হাঁস বিক্রি শুরু হয়েছিল। তবে শনিবার পুজোর দিন ছিল হাঁস বিক্রির সব থেকে বেশি বাজার। রাস্তার ধারে, পাড়ায় পাড়ায়, বাজারে বাজারে ঝাঁপি বন্দি করে হাঁস বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে। এ বছর এক একটি হাঁস বিক্রি হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা দামে। পুজোর দিন সেই দাম আরো বেড়ে গিয়েছিল বলে ক্রেতাদের দাবি। অনেকের দাবি, মনসাপুজোর আগের দিন অর্থাৎ বারের দিনই পুরুলিয়ার শহরের বাজারগুলি থেকেই এক লক্ষ হাঁস বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও হাঁস বিক্রি হয়েছে ব্যাপক হারে। তবে বাজারে দেশি পাতিহাঁসের চাহিদাই বেশি ছিল। যার বেশির ভাগই আসে গ্রামাঞ্চল থেকে। বাকিটা আসে বাইরের জেলাগুলির বিভিন্ন খামার থেকে।

পুরুলিয়া শহরের হাঁস বিক্রেতা রেজ্জাক আনসারির কথায়, আগে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম থেকে নিয়ে আসা হাঁসের বাজার ভালো ছিল না। এখন চালানি (বহিরাগত) হাঁস ভালো বিক্রি হচ্ছে না। দেশি হাঁসের চাহিদা ভালো হলেও তা বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে আসছে না, ফলে ক্রেতারা বাধ্য হয়েই চালানি হাঁস কিনেছেন মনসা পুজোর জন্য। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পুরুলিয়ায় মনসাপুজো। এদিন পুরুলিয়ার প্রায় সব বাড়িতেই হাঁস বলি দেওয়া হয়। জঙ্গল-পাহাড় ঘেরা পুরুলিয়ায় সাপের উপদ্রব বরাবরই বেশি। সাপের হাত থেকে বাঁচতে মনসা দেবীর পুজো তাই এখানে সর্বজনীন হয়ে গিয়েছে। মনসা পুজোয় সাধারণত ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। জেলে, বেদিয়া, লোহার, ভুঁইয়া, বাউরি, বাগতি ইত্যাদি জনেরা নিজেরাই পুজো করেন ও বলি দেন।

অঘোষিত বন্ধ পালিত জেলাজুড়ে

পুরুলিয়া শহরের বাজারগুলি ছাড়াও রঘুনাথপুর, কাশীপুর, বলরামপুর, মানবাজার, ঝালদা সমস্ত জায়গাতেই হাঁস বিক্রি ছিল চোখে পড়ার মতো। বলা যেতে পারে লাইন দিয়ে ক্রেতারা হাঁস কিনেছে জেলার বেশ কয়েকটি বাজারে। রবিবার আজ মনসা পুজোর শেষ দিনে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল সহ প্রায় গোটা জেলার অঘোষিত বন্ধ পালিত হয়। আজ রবিবার ভাদ্রের পয়লা দিন, এদিন ছিল মনসা পুজোর শেষদিন অর্থাৎ পান্না।

তাই ভাদ্রের পয়লা দিনে পুরুলিয়া না আসার সাবধান বাণী কোথাও অবশ্য লেখা না থাকলেও, সমস্যা হল ভাদ্রের প্রথম দিনে পুরুলিয়ায় দোকানপাট খোলা থাকে না। এদিন জেলার বার্ষিক বনধের দিন। কোনও রাজনৈতিক দল বা কোন গণ সংগঠন এদিন বনধ ডাকে না। উৎসবমুখর পুরুলিয়া এদিন শহর মুখো হয় না। তাই শহরের দোকানের ঝাঁপ খোলে না। পয়লা ভাদ্র মনসা পুজোর 'পার্বণ'। বলি দেওয়া হাঁস কিংবা পাঠার মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এদিন শুধুই বিশ্রাম। সুতরাং শুনশান পথঘাট বন্ধের চেহারা নেয় জেলায়। তাই এই উৎসবের আজ রবিবার শেষদিন অর্থাৎ পার্বণ। শনিবার ছিল পুজো। শনিবার গভীর রাতে দেবীর চরণে হাঁস কিংবা পাঠ া(ছাগল) নিবেদন করেন পুরুলিয়ার মানুষ। প্রায় দেড় লক্ষ হাঁস বলিদান করা হয় এই পুজোয়। ট্র্যাডিশন বদলায় না। রীতি বদলায় না। তাই পয়লা ভাদ্রের বনধ এবারও হবে পুরুলিয়ায়।

শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড
রেজিঃ নং- ৬৩, তারিখ - ০৩/১০/১৯৫৫
গ্রাম + পোঃ - শক্তিপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ
বিজ্ঞপ্তি

মেমো নম্বর- ০৩/Elec তাং - ১৪/০৮/২০২৪

এতদ্বারা শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী, ২০১১ অনুযায়ী আগামী ২৯/০৯/২০২৪ তারিখ রবিবার দুপুর ১২ টায় শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিসে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর জন্য ১ জন তপশিলী জাতি/ উপজাতি, ২ জন মহিলা সদস্য ও অন্যান্য ১২ জন সহ মোট ১৫ (পনেরো) জন সদস্য নির্বাচন হইবেন, যাহা সমিতির সহ নিবন্ধনী আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সমবায় সমিতির সকল সদস্যকে নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের স্ব-স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তাং - ১৪/০৮/২০২৪ মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক,
বেলডাঙা-২ ব্লক, মুর্শিদাবাদ

নির্বাচন নির্ঘণ্ট

ক্রমিক নং	বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৬/০৮/২০২৪	বেলা ১১ টা	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
২.	খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি/ আপত্তি গ্রহণ	২৮/০৮/২০২৪ পর্যন্ত	বেলা ১১ টা থেকে বেলা ৩টা (সরকারী ছুটির দিনব্যতীত)	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৩.	সহঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক দাবি/ আপত্তি গুলির উপর শুনানী গ্রহন	৩০/০৮/২০২৪	বেলা ১১ টা	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৩/০৯/২০২৪	বেলা ১১ টা	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৫.	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিল	১০/০৯/২০২৪ ১১/০৯/২০২৪	বেলা ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৬.	মনোনয়নপত্রগুলির পরীক্ষা ও বৈধ মনোনয়ন পত্রর তালিকা প্রকাশ	১৩/০৯/২০২৪	বেলা ১১ টা	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৭.	প্রার্থীর লিখিত আবেদনক্রমে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার	১৪/০৯/২০২৪	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৮.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৪/০৯/২০২৪	প্রার্থী পদ প্রত্যাহার অব্যবহিত পরে	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
৯.	প্রয়োজনে গুপ্তীক বিতরন	১৪/০৯/২০২৪	বিকেল ৫টা	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
১০.	সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ	২৯/০৯/২০২৪	দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)
১১.	নির্বাচনের পর গণণা ও ফলপ্রকাশ	২৯/০৯/২০২৪	ভোগগ্রহণের অব্যবহিত পরেই	শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি লিমিটেড এর অফিস (রামপাড়া)

বিঃ দ্রঃ -নমুনা মনোনয়নপত্র বেলডাঙা-২ বি.ডি.ও অফিস / সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে। নির্বাচনের সময় যে কোন বৈধ সচিত্র পরিচয় পত্র সঙ্গে আনা বাধ্যতা মূলক।

সহ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক
শক্তিপুর রামপাড়া ফিশারম্যান কোঃঅপঃ সোসাইটি লিমিটেড
ও মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক, বেলডাঙা-২ ব্লক

কর্মবিরতি প্রত্যাহার করতে চিকিৎসকদের আর্জি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট চিকিৎসাকর্মী ও চিকিৎসকদের নিরাপত্তা এবং আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা। দোষীদের শাস্তির দাবিতে শনিবার সারা দেশে কর্মবিরতি পালন করছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। ফলে দেশের মোট ৫৫ হাজার হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত থমকে। এই পরিস্থিতিতে আসরে নামল কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে চিকিৎসক সংগঠনগুলির কাছে আর্জি জানানো হয়েছে, আপনারা দ্রুত কাজে ফিরুন। চিকিৎসকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র যথেষ্ট সংবেদনশীল। চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কী কী করণীয়, সেই নিয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ২৬টি রাজ্য চিকিৎসকদের নিরাপত্তার জন্য কড়া আইন এনেছে। কেন্দ্রীয় স্তরে কী কী পদক্ষেপ করা যায় সেটা ভেবে দেখতে কমিটি গড়া হচ্ছে। সেই কমিটিতে নিজেদের মতামত দিতে পারবেন চিকিৎসকরাও। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হবে মতামত দিতে। কেন্দ্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা চিকিৎসকদের সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলেছি। আশ্বস্ত করা হয়েছে, আমরা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।'

গড়া হচ্ছে কমিটি

উল্লেখ্য, আইএমএর তরফে মোট পাঁচটি দাবিতে শনিবার কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। যার সারবত্তা হল, চিকিৎসকর্মীদের নিরাপত্তায় সময়োপযোগী এবং কঠোর আইন চালু করতে হবে। কেন্দ্র আইএমএ-র সেই দাবিকে আমল দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শিক্ষকের লালসার শিকার ছাত্রী, যোগীরাজ্যে মৃত ধর্ষিতা কিশোরী

লখনউ, ১৭ অগস্ট: ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল স্কুলেরই ক্রীড়া শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যার জেরে গত কয়েক মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে মৃত্যু হল কিশোরীর। ঘটনার এতদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের মাঝেই উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনা নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

জানা যাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রের বাসিন্দা ওই কিশোরী গত বছর ৩০ ডিসেম্বর এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। অভিযুক্ত শিক্ষকই তাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বলেন। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর শিক্ষক তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। লজ্জায় সে কথা বাড়িতে কাউকে জানায়নি কিশোরী। এর পর দিনে দিনে তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ দিকে যেতে থাকে। কেন এমন হচ্ছে কিছু বুঝতে না পেরে কিশোরীকে ছত্তিশগড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় পরিবার। সেখানে বাড়িতেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা হলেও কোনও ফল হয়নি।

কিশোরীর অবস্থা যখন ক্রমশ খারাপ হতে থাকে তখন নিজের কাকিমাকে অসুস্থতার কারণ জানায় কিশোরী। এর পর তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই অভিযুক্ত ওই শিক্ষক ৩০ হাজার টাকা দিয়ে পরিবারের মুখ বন্ধের চেষ্টা করে। এদিকে এই ঘটনার পর পুলিশের কাছেও মেয়েটির পরিবারের তরফে প্রথমে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।

কিশোরীর শারীরিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি হওয়ায় বিষয়টি জানাজানি হয়। তার পরই গত ১০ জুলাই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে তদন্তকারী দল গঠন করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

ফের রেল দুর্ঘটনা, বেলাইন সবরমতীর ২২ বগি

কানপুর, ১৭ অগস্ট: শনিবার সকাল সকাল ফের রেল দুর্ঘটনা। উত্তর প্রদেশের কানপুরের কাছে বেলাইন হয় বারাণসী থেকে আমদাবাদগামী ১৯১৬৮ সবরমতী এক্সপ্রেস। ওই ট্রেনে মোট ১৩০০ যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন রাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ কানপুর ও ভীমসেন স্টেশনের মাঝে ট্রেনের ২২টি বগি লাইনচ্যুত হয় বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে উদ্ধারকারী ট্রেন। সবরমতী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের বাসে কানপুরে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এই ঘটনায় আতঙ্ক বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। দুর্ঘটনার পর ওই লাইনে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কিছু ট্রেন ঘুরপথে চলছে, জানিয়েছে রেল।

রেল সূত্রের খবর, একটি বোল্ডার ছিল রেল লাইনে। তাতে ধাক্কা লাগে ইঞ্জিনের। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ইঞ্জিন। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে রেল। রেল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে রেলের তরফে। নম্বরগুলি হল- ০৫৩২-২৪০৮১২৮, ০৫৩২-২৪০৭৩৫৩, ০৫৩২-২৪০৮১৪৯। সবরমতী এক্সপ্রেসের এই দুর্ঘটনার কারণ স্পষ্ট নয়, তবে বারবার

কমলাকে হারাতে ট্রাম্পের হাতিয়ার 'মোদির বন্ধু' তুলসী

ওয়াশিংটন, ১৭ অগস্ট: আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সরগরম আমেরিকা। জোর কদমে চলছে ভোট প্রচার। এবার লড়াই ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ইতিমধ্যেই কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা। নির্বাচনে তাঁকে কুপোকাত করতে রিপাবলিকান নেতার হাতিয়ার এবার 'মোদির বন্ধু' তুলসী গাবার্ড।

আমেরিকায় নির্বাচনের দামামা বাজতেই ডেমোক্রেটদের প্রার্থী হিসাবে একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফলে তাঁর সঙ্গে 'প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে' অংশ নিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানে রিপাবলিকান নেতার কাছে বেকায়দায় পড়েন বাইডেন। তার পর নানা বিতর্ক, জল্পনার পর ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান বাইডেন। এবার প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে ট্রাম্প মুখোমুখি দাঁড়াবেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার সামনে। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে অনুষ্ঠিত হবে এবিসি নিউজের স্টুডিওতে। সেখানে কমলাকে বিপাকে ফেলতে তুলসী গাবার্ডের সাহায্য নিচ্ছেন ট্রাম্প।

জানা গিয়েছে, ট্রাম্পের বাড়িতে রীতিমত মহড়া চলছে। প্র্যাকটিস সেশনে রিপাবলিকান নেতার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তুলসী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্পের এক মুখপাত্র ক্যারোলিন লিভিট। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, 'ডিবেটের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তবে তিনি তুলসি গ্যাবার্ডের মতো নীতি উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবেন। ২০২০ সালের এক ডিবেটের মঞ্চে কমলা হ্যারিসকে জোর টক্কর দিয়েছিলেন তুলসী গাবার্ড।' ফলে কীভাবে কথার প্যাঁচে কমলাকে তর্কে ধরাশায়ী করা যায়, সেনিয়ে ট্রাম্পকে উপদেশ দিচ্ছেন তুলসী।

আমেরিকায় ফের খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত

নিউ ইয়র্ক, ১৭ অগস্ট: আমেরিকায় আবার খুন হলেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক। নর্থ ক্যারোলাইনায় তাঁর দোকানে ডাকাতির সময় যুবককে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এক নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিয়ম মেনে তাঁর নাম, পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মায়াঙ্ক প্যাটেল। এয়ারপোর্ট রোডে তাঁর একটি দোকান রয়েছে। গত মঙ্গলবার সকালে সেই দোকানে ডাকাতির সময়ই মায়াঙ্ককে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। রোয়ান কাউন্টির শেরিফের দপ্তরের আধিকারিক মার্ক ম্যাকড্যানিয়েল জানিয়েছেন, দোকান থেকে থানায় ফোন করে হামলার বিষয়ে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। সেখানে গিয়ে দেখে, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মায়াঙ্ক। তাঁর শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত ছিল। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে শার্লটির একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দোকানের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ঘটনা। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, কালো হুডি, কালো হাফ প্যান্ট পরে দোকানে ঢুকেছে অভিযুক্ত। মুখে রয়েছে মাস্ক। তার হাতে বন্দুক ছিল। পুলিশ মনে করছে, ডাকাতির জন্যই দোকানে এসেছিল কিশোর। দোকানের মালিক ছাড়া অন্য কাউকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়নি সে। প্যাটেলের পাঁচ বছরের কন্যা রয়েছে। তাঁর স্ত্রী অ্যামি সন্তানসম্ভবা। দোকানে নিয়মিত যেতেন প্যাট্রিসিয়া হাওয়ার্ড। তিনি বলেন, 'প্যাটেল খুব ভাল মানুষ ছিলেন। ক্রেতাদের খুব সাহায্য করতেন।'

চলতি বছর আমেরিকায় খুন হয়েছেন বেশ কয়েক জন ভারতীয় পড়ুয়া এবং চাকুরিরত। জুন মাসে আমেরিকার নিউ জার্সিতে নিজের আবাসনের সামনেই খুন হন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা। আহত হন আরও এক জন। সেই ঘটনায় আততায়ী এক জন ভারতীয় যুবক বলে জানায় নিউ জার্সির পুলিশ।

তাহাউর রানাকে হেপাজতে পেতে চলেছে ভারত

মুম্বই, ১৭ অগস্ট: মুম্বইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড তাহাউর হুসেন রানাকে হাতে পেতে চলেছে ভারত। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী জঙ্গিকে নয়াদিল্লির হেপাজতে দিতে মার্কিন প্রশাসন আদালতে আবেদন করেছিল। মার্কিন কোর্ট অফ আপিল ফর নাইনথ সার্কিট জানিয়ে দিয়েছে, রানা ভারতের কাছে প্রত্যর্পণযোগ্য। ২৬/১১ কাণ্ডের অন্যতম চক্রী কানাডার নাগরিক রানা এখন আমেরিকায় জেল খাটছে। মুম্বইয়ে হওয়া ওই ভয়াবহ হামলায় ছয় মার্কিন নাগরিকেরও মৃত্যু হয়। ২০১৩ সালে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেয় আমেরিকার আদালত। ২০২০ সালে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। কিন্তু ভারতের প্রত্যর্পণের আবেদনে খুনের মামলায় ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত, গত বছর নৃশংস হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানার বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করে মুম্বই পুলিশ। তখনই জানা যায়, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে আমেরিকা।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ লিক হয়ে আতঙ্ক লখনউ বিমানবন্দরে

লখনউ, ১৭ অগস্ট: বাইরে থেকে দেখলে সাধারণ ওষুধের বাক্স। তবে তার ভিতরে ঠাসা রয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিমানবন্দরে সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ লিক করায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় লখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দেয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালে মালপত্র পরীক্ষা করে দেখছিলেন কর্মীরা। সেই সময় কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এক ওষুধের বাক্স। পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েই লিক করে সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই ঘটনায় বিমানবন্দরে রীতিমতো হুলস্থুল পড়ে যায়। ডাকা হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে (এনডিআরএফ)। যদিও এই ঘটনায় বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনও প্রভাব পড়েনি। কর্তৃপক্ষের তরফে যাচ্ছে, ওই ওষুধের বাক্সের মধ্যে ক্যানসারের চিকিৎসার ওষুধ ছিল। তেজস্ক্রিয় পদার্থে ভরা সেই ওষুধের বাক্স তল্লাশির সময় দুর্ঘটনা ঘটে। তাতেই আতঙ্ক ছড়ায় বিমানবন্দরে।

সূত্রের খবর, এই ঘটনার জেরে ২ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা যায়। আইসোলেট করা হয় আরও ৩ জনকে। যদিও অসুস্থতার কথা মানতে চায়নি বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, লখনউ থেকে ওই ওষুধ নিয়ে অসমে যাচ্ছিলেন এক মহিলা সেই সময় বিমানবন্দরে ঘটে এই ঘটনা।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে বিহারের গোপালগঞ্জে ৫০ গ্রাম তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যালিফোর্নিয়াম-সহ ধরা পড়েন দুই যুবক। জানা গিয়েছে, মূল্যবান এই তেজস্ক্রিয় প্রতি গ্রামের দাম ১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৮০০ কোটি টাকার এক তেজস্ক্রিয় কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। এরই মাঝে লখনউ বিমানবন্দরে উদ্ধার হওয়া এই তেজস্ক্রিয় নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

দিল্লির বঙ্গভবনে ব্যাপক বিক্ষোভ এবিভিপির

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনার রেশ এবার আছড়ে পড়ল রাজধানীর রাজপথে। দিল্লির বঙ্গভবনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন এবিভিপি সদস্যরা। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষে জড়ান তাঁরা। ব্যারিকেড ভেঙে বঙ্গভবনের সামনে থেকে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে এবিভিপি সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান তোলেন। যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায় রাজধানীর রাস্তায়। বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। আরজি করের মৃতার সুবিচারের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই কর্মবিরতি চলছে দিল্লির এইমসে। তারইমধ্যে এবিভিপি-র এই বিক্ষোভ।

দিল্লিতে এবিভিপি-র তরফে আগেই শনিবারের বিক্ষোভ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তার জন্য দিল্লি পুলিশও প্রস্তুত ছিল। বঙ্গভবনের সামনে ব্যারিকেড করে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। দুপুর ১২টা নাগাদ বিক্ষোভের শুরু থেকেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা রীতিমতো তাণ্ডব চালাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। প্রথমেই ব্যারিকেড ভেঙে বঙ্গভবনের দিকে এগোতে থাকেন। পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ হয়। ব্যারিকেডের উপরে উঠে দলীয় পতাকা নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে স্লোগান তোলেন। একসময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে জলকামান চালানোর কথা ভাবতে হয় পুলিশকে। তবে শেষপর্যন্ত তা ছাড়াই পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে এবিভিপি সদস্যরা বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। মহিলা সদস্যদের হাতে ছিল পোস্টার, ব্যানার।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার আইএমএ-র ডাকে দেশের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি চলছে চিকিৎসকদের।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice
Sealed Quotation are invited for execution of different Horticulture Plantation Scheme of vide **NIQ reference No 02/WDC-11/NRM/24-25 to 11/WDC-11/NRM/24-25 Dated 16-08-2024** in the district Purulia. For details please visit matirkatha.net, Last date of submission of the tender is **26/08/2024 upto 11:00 a.m.**
Sd/-
PIA, Garga & Ijri Watershed, Purulia Asst. D. Agriculture, Joypur Block

CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no : **Chak/277/15th FC/Untied/24, Chak/278/15thFC/Tied/24, Chak/279/5thSFC/Untied/24, Chak/280/5thSFC/Tied/24, Date : 13.08.2024** At different place within at Chakmanik Gram Panchayat. Last date of online submission is 24.08.2024. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Chakmanik Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
সংশোধনী
টেন্ডার নং.ঃ ওটি–সি–ডিডি–০১–২০২৪–২৫ তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৪। বিষয়ঃ ০২.০৭.২০২৪ তারিখে আইআরইপিএস–তে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ওটি–সি–ডিডি–০১–২০২৪–২৫–এর বন্ধের তারিখে সংশোধন। জানানো হচ্ছে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট টেন্ডারটির বন্ধের তারিখ ১৪.০৮.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে ২৪.০৮.২০২৪ তারিখে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। **ক্রমিক নং.ঃ (১) টেন্ডার নং.ঃ ওটি–সি–ডিডি–০১–২০২৪–২৫। কাজের বিবরণঃ** সেন্টার অফ এক্সেলেন্স–এর প্রোজেক্ট–১–এর অধীনে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের জন্য ২ বছরের জন্য সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বন্ধের তারিখ (বর্তমান)ঃ ১৪.০৮.২০২৪। বন্ধের তারিখ(সংশোধিত)ঃ ২৪.০৮.২০২৪। দ্রষ্টব্যঃ** রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in–তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
PR3/587
ডেপুটি সিইই/ডিঅ্যান্ডভি–I/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
CORRIGENDUM-01 FOR DATE EXTTENSION & ELIGIBILITY CRITERIA FOR PARTICIPATION IN THE TENDER
Memo. No. 1106/RM Date – 29.07.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM/NIT-5e/2024-25/SL1 to SL20 Tender ID : 2024_MAD_ 723925_1 to 20
Name of work :- Construction of Bituminous Macadam & Mastic Road, Cement concrete road & other Development work in different wards (20 nos) under UDMA within Ranaghat Municipality. It is here by informed that the Document Download/Sale End Date, Bid Submission End Date is extended upto **27/08/2024** & Bid opening Date is extended upto **30.08.2024** for above mentioned Tender due to some technical reason.
S/DChairman,
Ranaghat Municipality

Press Notice
E-Tenders are hereby invited for Supply of Khanki Camble Duckling & Duckling Feed under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT-01/PMKSY-WDC2.0/08-PSME/ 2024-25,** in the district of Purulia. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting online bid on **24-08-2024. (05:00 p.m.).** Memo No. **140/PIA WDC2.0/08/2021-22**
Sd/- Assistant Director of Agriculture, Pancha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang Watershed

Press Notice
E-Tenders are hereby invited for Supply of Fish Fingerlings & Fish Feed etc. under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT-02/ PMKSY-WDC2.0/08-PSME/ 2024-25,** in the district of Purulia. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting online bid on **24-08-2024. (05:00 p.m.).** Memo No. **141/PIA WDC2.0/08/2021-22**
Sd/- Assistant Director of Agriculture, Pancha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang Watershed

Tender Notice
NIT No.-13/SB/EN/2024-25, Memo No.- 1745/1(55)/EN/SB Date- 14/08/2024. Name of work: As Mentioned in the NIT column No-2 (Name of the work) Dte of Publishing- **14/08/2024 from 14.00 hours** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents from - **14/08/2024 at 14.00 hours to 22/08/2024 upto 14.00 hours.** Period and time of submission bids from- **14/08/2024 at 14.00 hours to 22/08/2024 at 14.00 hours,** Date for opening Technical bid/ bids- **24/08/2024 at 14.00 hours.** For more details visit- **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersing
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block,
Sagardighi, Murshidabad

NOTICE FOR INVITING TENDERS AIR FORCE STATION KALAIKUNDA
Air Officer Commanding, Air Force Station Kalaikunda invites sealed bids on scheduled **IAF RFP** Forms by **06 Sep 24 upto 1400 h** for **"Outsourcing of Hiring of Orderlies" for Foreign Air Force Personnel** from **30 Sep 24** to **31 Dec 24** at Air Force Station, Kalaikunda. The detailed information is appended below:-

a) Description and specification of the Good and quantity	Outsourcing of **Hiring of Orderlies for Foreign Air Force Personnel**
b) Period and terms of contract	**30 Sep 24 to 31 Dec 24**
c) Cost of Tender/bidding documents	**Rs. 1000/- (non-refundable)**
d) Place and timing of sale of Tender documents	**Service Institute Office**, Air Force Station Kalaikunda, Dist- Paschim Medinipur, West Bengal - 721303 from **19 Aug 24** to **06 Sep 24** (**0730 h** to **1400 h**) on all working days except closed holidays.
e) Address of website from where the tender documents could be downloaded	Not Applicable
f) Places and deadline for receipt of tender document	Air Force Station Kalaikunda Main Gate by **0900 h on 07 Sep 24**.
g) Place, time and date for opening of tenders	Service Institute, Air Force Station Kalaikunda at **1100 h on 07 Sep 24**.
h) Amount and form of bid security/ Earnest Money Deposit	An earnest money deposit of Rs **1,50,000/-** (Rupees **One Lakh Fifty Thousand only**) along with bid in the form of **Fixed Deposit** Receipt or Bank guarantee in favor of **"OIC SI Fund, Air Force Station, Kalaikunda"**
Any other important information	N/A

Air Officer Commanding, Air Force Station Kalaikunda

NOTICE FOR INVITING TENDERS AIR FORCE STATION KALAIKUNDA
Air Officer Commanding, Air Force Station Kalaikunda invites sealed bids on scheduled **IAF RFP Forms** by **05 Sep 24** upto **1400 h** for **"Outsourcing of catering services and supply of food for Foreign Air Force Personnel"** from **30 Sep 24 to 30 Jun 25** (Services as required during the period) at Air Force Station, Kalaikunda. The detailed information is appended below :-

a) Description and specification of the Good and quantity	Outsourcing of Catering Services and Supply of Food for Foreign Air Force Personnel
b) Period and terms of contract	30 Sep 24 to 30 Jun 25
c) Cost of Tender/bidding documents	**Rs. 1000/- (non-refundable)**
d) Place and timing of sale of Tender documents	**Service Institute Office**, Air Force Station Kalaikunda, Dist- Paschim Medinipur, West Bengal - 721303 from **19 Aug 24** to **04 Sep 24** (**0730 h to 1400 h**) on all working days except closed holidays.
e) Address of website from where the tender documents could be downloaded	Not Applicable
f) Places and deadline for receipt of tender document	Air Force Station Kalaikunda Main Gate by **0900 h on 06 Sep 24**.
g) Place, time and date for opening of tenders	Service Institute, Air Force Station Kalaikunda at **1100 h on 06 Sep 24**.
h) Amount and form of bid security/ Earnest Money Deposit	An earnest money deposit of Rs **25,00,000/-** (Rupees **Twenty Five Lakh** only) along with bid in the form of **Fixed Deposit** Receipt or Bank guarantee in favor of **"OIC SI Fund, Air Force Station, Kalaikunda"**
Any other important information	N/A

Air Officer Commanding, Air Force Station Kalaikunda

বোলাররাই অধিনায়কত্বের জন্য ভালো, মনে করেন বুমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর নতুন দায়িত্বের জন্য আলোচনায় ছিলেন বেশ কয়েকজন। এর মধ্যে ছিল যশপ্রীত বুমরার নামও। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমার যাদবকে বেছে নিয়েছে। শুধু ভারতের ক্রিকেটে নয়, বেশির ভাগ দেশই বছরের পর বছর ধরে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাটসম্যানদেরই দায়িত্ব দেয়।

বুমরা মনে করেন, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সাহসের দরকার হয়। আর এই সাহসটা বোলারদের মধ্যেই বেশি। ভারতীয় এই পেসারের মতে, ব্যাটসম্যানদের তারকামূল্য বেশি হলেও একটা খেলায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন বোলাররাই।

জুনে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর আপাতত বিশ্রামে আছেন বুমরা। সম্প্রতি আহমেদাবাদে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। বোলারদের কেন অধিনায়কত্বের জন্য বিবেচনা করা হয় না;এমন প্রশ্নে বুমরা বলেন, 'আমি তো দলকে বলতে পারি না যে আমাকে অধিনায়ক বানাও। আমার সেই ক্ষমতা নেই, আমি অত বড় পর্যায়ের

লোকও নই। কিন্তু আমার মনে হয়, বোলাররা চৌকস হয়ে থাকেন। কারণ, তাঁদের ব্যাটসম্যান আউট করতে হয়। বোলারদের কঠিন কাজটিই করতে হয়। তাঁরা ব্যাটের পেছনে থাকেন না, ন্যাড়া উইকেটেও লুকানো যায় না। আমরা (বোলাররা) গুলির সামনেই থাকি। দেখা যায়, ম্যাচ হারলে বোলারদেরই দোষারোপ করা হয়। সুতরাং এই কাজটা কঠিনই।'

একজন বোলার কেন অধিনায়কত্বে ভালো করবেন, সেই যুক্তি তুলে ধরে কিছু উদাহরণও টেনেছেন সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের শীর্ষ পেসার হিসেবে বিবেচিত এই ভারতীয়, 'বোলারদের সফল হওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়, সাহসী হতে হয়। আর নেতৃত্বের জন্য সাহসটাই দরকার। আমরা তো দেখলামই (অস্ট্রেলিয়ার) প্যাট কামিন্স খুবই ভালো করেছে। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন পাকিস্তান দলে ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিসকে অধিনায়কত্ব করতে দেখেছি। কপিল দেব ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। পাকিস্তান ইমরান খানের নেতৃত্বে জিতেছে। সুতরাং, এটা বলতে হবে যে বোলাররা চৌকস হন।'

অধিনায়কত্বের বাইরে ব্যাটসম্যান-বোলারের আরেকটি বড় পার্থক্য তারকামূল্যে। দেখা যায়, দর্শক পছন্দের তালিকায় ব্যাটসম্যানরাই বেশি থাকেন। প্রচার-প্রসারও হয় তাদেরই। আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের যুগে বোলাররা হয়ে গেছেন আরও গৌণ।

ক্রিকেট ব্যাটসম্যানদের খেলা হয়ে গেছে কি না প্রশ্নেও অবশ্য দ্বিমতই জানালেন বুমরা, 'আমি বোলারের পক্ষই নেব। এটা বুঝি যে আমাদের দেশে বড় ব্যাটসম্যানকেই মানুষ বেশি পছন্দ করে। এটা ঠিকও আছে। কিন্তু আমার মতে, বোলাররাই ম্যাচের নিয়ন্ত্রক। আমি সেই প্রজন্ম থেকে এসেছি, যখন টেস্ট ক্রিকেট টেলিভিশনে বেশি দেখানো হতো। এই এখন পর্যন্তও আমার চোখে ক্রিকেটের সেরা সংস্করণ টেস্টই।'

একটি দলের ভেতরে ব্যাটসম্যান-বোলারে কোনো বৈষম্য থাকে না বলেও জানান বুমরা, 'আমাদের দলে ব্যাটসম্যান-বোলারে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, সবাই একটা লক্ষ্যেই খেলে, সেটা হচ্ছে দলের জয়। আমাদের বৃত্তের বাইরে দেখি, মানুষ ব্যাটসম্যানকেই নায়ক বানাচ্ছে। এখন কেউ তো আর মানুষকে বাধ্য করতে পারে না যে তুমি বোলারদের পছন্দ করো। ওরা বোলারদের পছন্দ করলে করবে, না করলে নাই। আমি কখনোই এটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি নাই যে বোলাররাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিংবা আমাদের বেশি সামনে আনো, বেশি প্রচার করো।'

মেয়েদের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চায় জিম্বাবুয়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আয়োজক স্বত্ব অনুসারে এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করার কথা বাংলাদেশের। অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সে লক্ষ্যেই কাজ করছে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের পতনের প্রেক্ষাপটে বিকল্প ভেন্যুর কথা ভাবছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়েছে, ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে আগ্রহী জিম্বাবুয়ে। এ ছাড়া বিকল্প ভেন্যু হিসেবে আলোচনায় আছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের নামও। ২০ আগস্ট আইসিসি বোর্ডে ভেন্যু নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

নবমবারের মতো অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১০টি দল। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত নেই, জিম্বাবুয়েও নেই। নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়ে জিম্বাবুয়ে বেশ কিছু বিষয় নিজেদের অনুকূলে দেখছে। ২০১৮ ও ২০২৩ সালে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব আয়োজন করেছে দেশটি। সামনে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক তারা।

এ ছাড়া বেশি দর্শকের উপস্থিতি এবং আয়োজনে কম অর্থ খরচের দিক থেকেও সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়ে নিজেদের এগিয়ে রাখছে জিম্বাবুয়ে। তবে আরব আমিরাত ও জিম্বাবুয়ের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় আসবে বিসিবি-আইসিসি সমঝোতায় ব্যর্থ হলে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়াবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যু হিসেবে টিকে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। বিসিবিও আইসিসির কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বাড়তি সময় নিয়েছে, যা মঙ্গলবার শেষ হতে চলেছে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে-পরে ঘটা অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে তাদের নাগরিকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা বা বাড়তি সতর্কতা আরোপ করেছে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও ভারতের মেয়েদের ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার কথা।

এ বার পেনাল্টির নিয়ম আরও কড়া, রেফারির কথা শুনতে পাবেন দর্শকেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিপক্ষ বক্সের মধ্যে সেই দলের ফুটবলারের হাতে বল লাগলেই পেনাল্টি পাওয়ার দিন শেষ। ফুটবল মাঠে রেফারিকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে ভার প্রযুক্তি। এ বার সেই প্রযুক্তিতে আরও কিছু বদল করা হয়েছে। এ বার পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিতে হলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে রেফারিদের।

প্রিমিয়ার লিগের চলতি মরসুমেই এই প্রযুক্তি আসতে পারে। বক্সের মধ্যে ফুটবলারের হাতে বল লাগলে রেফারিকে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। বল হাতে লাগার সময় ফুটবলার কি নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করছিলেন? তিনি হাত সরিয়ে নেওয়ার জন্য কতটা সময় পেয়েছিলেন? তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতে বল লাগিয়েছেন, না কি হাত সরিয়ে নেওয়ার সময় হাতে বল লেগেছে? যে ফুটবলারের পা থেকে বল বেরিয়েছে তিনি কি ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রতিপক্ষের হাতে বল লাগানোর চেষ্টা করেছেন? এই সব বিষয় মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রেফারিকে। ফলে এই নিয়ম কার্যকর হলে ফুটবলে পেনাল্টির সংখ্যা কমে যেতে পারে।

রেফারিকে এই কাজে সাহায্য করবে ভার। আগে এই প্রযুক্তিতে

চার জন থাকতেন। তাঁরাই সব দিকে লক্ষ্য রাখতেন। কাজে সুবিধা করার জন্য এ বার থেকে ভার-এর দায়িত্বে থাকবেন ১২ জন। তাঁরা সব দিকে নজর রাখবেন। প্রয়োজনে রেফারিকে পরামর্শ দেবেন।

তবে এ বার থেকে রেফারিকে সব বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে না ভার-এর দায়িত্বে থাকা দলকে। অফসাইডের ক্ষেত্রে সরাসরি সিদ্ধান্ত দেখতে পাবেন দর্শকেরা। জায়ান্ট স্ক্রিনে তা দেখা যাবে। যদি কোনও সময় ভার-এর দায়িত্বে থাকা দলের মনে হয়, কোনও ফাউল বা হ্যান্ডবল রেফারির নজর এড়িয়ে গিয়েছে, তখনই রেফারিকে তাঁরা সেটা জানাবেন। তার পরে রেফারি স্ক্রিনে তা দেখবেন। প্রয়োজন পড়লে স্লো-মোশনেও তা দেখতে পারেন। তার পরেই রেফারি সিদ্ধান্ত নেবেন।

তবে এ বার থেকে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মানা হবে। এমন নয় যে ভার যে পরামর্শ দেবে, রেফারিকে তা মানতে হবে। রেফারির যদি মনে হয়, তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক, তা হলে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারবেন তিনি। রেফারির সঙ্গে ভার-এর দায়িত্বে থাকা দলের কথোপকথন শুনতে পাবেন দর্শকেরা। সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রেফারি যদি কোনও যুক্তি দেন, সেটিও দর্শকেরা শুনতে পাবেন। তবে এখনও এই প্রযুক্তি চালু হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি তা হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কালীঘাটকে চার গোল দিল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে এগিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের জয়রথ। শনিবার নিজেদের মাঠে তারা ৪-০ গোলে হারাল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে। জোড়া গোল করলেন এডউইন ভ্যান্সপল। একটি করে গোল জেসিন টিকে এবং আজাদের। ২৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ বি-তে শীর্ষস্থানেই থাকল ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলের পায়ে ছিল। ২৫ মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। তন্ময় দাসের নিখুঁত পাস যায় জেসিনের

পায়ে। জেসিন সেই বল জালে জড়িয়ে দেন। দাপট দেখানো সত্ত্বেও প্রথমার্ধে আর গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে চাপ বাড়ায় তারা। ৫৬ মিনিটে গোল করেন ইস্টবেঙ্গল। দূরপাল্লার শটে গোল করেন ভ্যান্সপল। কালীঘাটের গোলকিপার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। ভ্যান্সপলের শট ক্রসবারে লেগে গোলে ঢুকে যায়। খেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দাপট বাড়তে থাকে। ৭৫ মিনিটে ৩-০ করেন আজাদ সাহিম। বাঁকানো শটে গোল করেন তিনি। তার ঠিক আগেই জেসিনের একটি প্রচেষ্টা আটকে দিয়েছিলেন বিপক্ষ গোলকিপার।

৮০ মিনিটে আসে চতুর্থ গোল। এ বার মুহাম্মদ আশিক বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন ভ্যান্সপলকে। নীচু শটে গোল করেন ভ্যান্স। যোগ্য খেলোয়াড় হিসাবেই তাঁকে ম্যাচের সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়। ম্যাচের শেষ দিকে চোট পেয়েছিলেন। তবে তা গুরুতর কিছু নয়।

'বাবা হিসাবে রাগ হচ্ছে', আরজি কর নিয়ে এ বার মুখ খুললেন ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরজি কর কাণ্ডে ব্যথিত ঋদ্ধিমান সাহা। বাবা হিসাবে তাঁর রাগ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন। কলকাতার হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সেই ঘটনায় গোটা দেশ উত্তাল।

ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজ মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ বার ঋদ্ধি সমাজমাধ্যমে লিখলেন তাঁর যন্ত্রণার কথা।

ঋদ্ধির দুই সন্তান। মেয়ে অনভি এবং ছেলে অনভয়। দুই সন্তানের বাবা ঋদ্ধি সমাজমাধ্যমে লেখেন, আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। আমার শহর কলকাতায় যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, সেটা নিয়ে লিখছি শুধু নিজেকে শান্ত করার জন্য। বাবা হিসাবে আমার প্রচণ্ড কষ্ট এবং রাগ হচ্ছে। সন্তানদের যদি সুরক্ষিত না রাখতে পারি তা হলে নিজেদের মানুষ বলব কী করে? গোটা সমাজের জেগে ওঠা উচিত। মেয়েদের জন্য এই বিশ্ব আরও সুন্দর করে তুলতে হবে। তারা যেন সুরক্ষিত থাকে। কোনও ভয় ছাড়া রাস্তায় হাঁটতে পারে।

সমস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন ঋদ্ধি। তিনি লিখেছেন, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়ার আবেদন করছি। এমন শাস্তি দিতে হবে, যাতে আর কেউ এমন কিছু করার কথা ভাবতেও না পারে। প্রয়োজনে আইন বদলাতে হবে এই রাক্ষসদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে মেয়েদের জন্য এই পৃথিবী সুরক্ষিত করতে। আমি ক্রিকেটার বা তারকা হিসাবে বলছি না, এক জন বাবা এবং এক জন মানুষ হিসাবে এই লেখা লিখছি। এমন পৃথিবী গড়তে হবে যেখানে সন্তানেরা নির্ভয় থাকতে পারবে।

সদ্য বাংলা দলে ফিরেছেন ঋদ্ধি। দু'বছর ত্রিপুরার হয়ে খেলার পর আবার বাংলা দলে তিনি। ভারতের হয়ে ৪০টি টেস্ট খেলা উইকেটরক্ষক দেশের জার্সিতে আর সুযোগ পাবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলার হয়ে খেলতে দেখা যাবে ঋদ্ধিকে।

জয়ে মৌসুম প্রিমিয়ার লিগ শুরু লিভারপুল ও আর্সেনালের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাফা বেনিতেজ পারেননি, রয় হজসন পারেননি, কেনি ডালগ্লিশ পারেননি, ব্রেন্ডন রজার্স পারেননি, এমনকি পারেননি ইয়ুর্গেন ক্লপও। লিভারপুলের সর্বশেষ এই পাঁচ কোচ প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে দলকে জয়ে এনে দিতে পারেননি। সেই ধারা থেকে অবশেষে লিভারপুল 'উদ্ধার' পেল, আজ কোচ হিসেবে প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে যে দলকে জয় এনে দিলেন আর্নে স্লট।

২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ওঠা ইপসউইচ টাউনকে তাদের মাঠে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করল লিভারপুল। অল রেডদের হয়ে গোল দুটি করেছেন দিয়োগো জোতা ও মোহাম্মদ সালাহ। জোতার করা প্রথম গোলটিতেও ছিল সালাহর ছোঁয়া। তাঁর পাস থেকেই গোল করেছেন জোতা।

প্রথমার্ধের খেলা দেখে অবশ্য মনে হয়েছিল 'নতুন কোচের প্রথম ম্যাচের' জয় না পাওয়ার ধারা থেকে বোধ হয় এবারও বের হতে পারছে না লিভারপুল। ৬০ মিনিটে সেই শঙ্কা দূর করার প্রথম কাজটি করেন জোতা। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আরনল্ড ডান প্রান্তে আগুয়ান সালাহকে পাস বাড়ান। সালাহ বলটি বাড়িয়ে দেন জোতার দিকে। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে সহজেই বলটিতে জালে জড়ান জোতা।

৫ মিনিট পরেই ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন সালাহ। ভার্জিল ফন ডাইকের বাড়ানো লম্বা পাস ধরে দমিনিক সবোসলাইয়ের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে আবারও বল পেয়ে যাওয়া সালাহ আরেকবার লিগের প্রথম ম্যাচেই পেয়ে যান গোল। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে রেকর্ড ৯ গোল পেলেন সালাহ। সালাহ পেছনে ফেলেছেন ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, অ্যালান শিয়ারার ও ওয়েইন রুনির ৮ গোলের রেকর্ড।

সালাহর এই গোলে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় ২০০৩ সালের পর নতুন কোচের অধীনে প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে লিভারপুলের জয়।

টানা দুই মৌসুম শিরোপার খুব কাছ থেকে ফিরেছে আর্সেনাল। লিগে একপর্যায়ে বেশ এগিয়ে থাকার পরও শেষ পর্যন্ত শিরোপা খুইয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি কাছে। এবার নিশ্চিতভাবে সেই আক্ষেপ ঘোচাতে চায় আর্সেনাল।

সেই লক্ষ্য মৌসুমের প্রথম ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটনকে ২-০

গোলে হারিয়েছে গানাররা। গানারদের হয়ে দুটি গোল করেছেন কাই হাভার্টজ ও বুকায়ো সাকা। এ নিয়ে টানা তিন মৌসুম জয় দিয়ে লিগ শুরু করল আর্সেনাল।

লিগ জিততে না পারলেও টানা দুই মৌসুমে বেশ ছন্দে ছিল আর্সেনাল। এবারের প্রাক মৌসুমেও ৫ ম্যাচের মধ্যে মিকেল আরতেতার দল জিতেছে ৪টি ম্যাচে। আর উলভসের বিপক্ষে লিগে সর্বশেষ ৬ ম্যাচেই জিতেছে আর্সেনাল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে উলভসের বিপক্ষে আর্সেনাল গোল পেয়েছে টানা ৩৩ ম্যাচে। তাই উলভসের বিপক্ষে আর্সেনালের দাপুটে জয় প্রত্যাশিতই ছিল।

আর্সেনালও উপহার দিয়েছে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স। শুরু থেকেই একের পর আক্রমণে উলভসের রক্ষণকে চাপে রাখে তারা। আর্সেনাল প্রথম গোলটি পায় ম্যাচের ২৫ মিনিটে। সাকার পাস থেকে গোল করেন হাভার্টজ। প্রথমার্ধে আর গোল না পেলেও আক্রমণ অব্যাহত রাখে আর্সেনাল। উলভসের পোস্টে রাখে ৪টি শট।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে উলভস। তবে ভাগ্য সহায় হয়নি। উল্টো ৭৪ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে গোল পায় আর্সেনাল। এবার গোল করেন সাকা। গোলে সহায়তা করেন হাভার্টজ। জয় দিয়ে মৌসুম শুরুতে বাড়তি কৃতিত্ব পাবেন আর্সেনাল গোলরক্ষক দ্যাভিদ রায়া। পুরো ম্যাচে বেশ কয়েকটি কঠিন সেভ করেছেন এই কাতালান। নইলে মৌসুমের শুরুতেই বিপদ হতে পারত আর্সেনালের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**